NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ নারীদের ওপর হওয়া শারীরিক নির্যাতনে সমাজে প্রকৃত ব্যথিত যারা

আরামবাগে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৫

কলকাতা ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১৮ ভাদ্র ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৮৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 4.9.2024, Vol.18, Issue No. 86 8 Pages, Price 3.00

সিপি গোয়েলের সঙ্গে কথা বলেও সন্তুষ্ট হলেন না জুনিয়র ডাক্তাররা

‘অবস্থান উঠলেও চলবে কর্মবিরতি-ধর্না, পুলিশি ব্যর্থতা মেনে নিয়েছেন নগরপাল’

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘পুলিশি ব্যর্থতা’ মেনে নিলেন কলকাতা পুলিশের সিপি বিনীত গোয়েল। ১২ ও ১৪ তারিখের ঘটনা তিনি স্বীকার করেছেন। লালবাজারে ডেপুটেশন জমা দিয়ে বেরিয়ে এসে এমনটাই জানায় আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধি দল। একইসঙ্গে তাঁরা জানান, আপাতত লালবাজার থেকে উঠছে ডাক্তারদের অবস্থান। তবে একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, এখন অবস্থান উঠলেও আন্দোলন চলবে।

পাশাপাশি তাঁদের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ‘সিপি-র পদত্যাগ চেয়ে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। আমরা সিপি-র কাছে ৫ দফা দাবি জানিয়েছি। যার সিপি-র কাছে কোনও সদর্থক উত্তর মেলেনি। বিনীত গোয়েলের সামনেই ডেপুটেশন পড়া হয়। এরপর আমরা বিস্তারিত ভাবে পয়েন্ট অনুযায়ী আলোচনা করি।’ এদিকে সূত্রে খবর, এদিন পুলিশ কমিশনারের সামনেই ওই ডেপুটেশন পড়ার পর প্রশ্ন করা হয়, পদত্যাগ নিয়ে তিনি কী ভাবছেন। প্রত্যুত্তরে বিনীত গোয়েল জানান, তিনি তাঁর কাজে সন্তুষ্ট। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে, তাঁর কাছে যদি নির্দেশ আসে তিনি পদত্যাগ করবেন।

এখানেই শেষ নয়, তাঁরা পুলিশ কমিশনারকে নীল-সবুজ চাদর বদলে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করেন। তবে সিপি কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি বলেই জানা গিয়েছে। এছাড়াও লাল জামা পরিহিত ব্যক্তি ক্রাইম স্পটে কী করছেন তার উত্তরও সিপি দিতে পারেননি। বিনীত গোয়েল চিকিৎসকদের বলেন, ‘আমি জানি না, চিনি না এদের। কে ডাক্তার আর কে ডাক্তার নয় তা জানি না।’ পাল্টা প্রতিনিধি দলের তরফ থেকে বলা হয়, ‘ঘটনার অকুস্থলে সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব আপনার ছিল। এই সব নিয়েই আলোচনা হয়েছে।’

আন্দোলনরত পড়ুয়ারা এই প্রসঙ্গে এও জানান, ‘যেহেতু সিপি সদুত্তর দিতে পারেননি, তাই আমাদের আন্দোলন যেমন চলছিল তেমনই চলবে। পাঁচ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন চলবে। এর মধ্যে তৃতীয় যে দাবি, সিপির পদত্যাগ! সেই দাবিও চলবে।’

এদিকে সোমবার রাতভর জেগে টানা ২২ ঘণ্টা অবস্থান বিক্ষোভের পর মঙ্গলবার দুপুরে ব্যারিকেড খুলে দেয় পুলিশ। জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধি দলকে লালবাজারে গিয়ে দেখা করার অনুমতি দেয় পুলিশ। এরপরই জুনিয়র ডাক্তারদের ২২ জনের প্রতিনিধি দল লালবাজারে যায়। লালবাজারে সিপি-জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠক হয়। সিপি-র পদত্যাগ চেয়ে সিপি-র কাছেই দরবার করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। প্রসঙ্গত, স্বাস্থ্যভবনের পর সোমবার লালবাজার অভিযান। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট পথে নামে। প্রতীকী মেরুদণ্ড আর গোলাপ নিয়ে মিছিল শুরু করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। দুপুর ২টো থেকে শুরু হয় সেই মিছিল। মিছিলের জেরে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট। বউবাজারেও ছিল বজ্র আঁটুনি। মিছিল রুখতে লাঠি-ঢাল, কাঁদানে গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত ছিল পুলিস। ফিয়ার্স লেনে দেখা যায় ৯ ফুটের উঁচু ব্যারিকেডও। লালবাজার কার্যত দুর্গের রূপ নেয়। তবে লালবাজার পৌঁছনোর অনেক আগেই বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই অবস্থানে বসে পড়েন আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা।

ন্যায়বিচারের দাবিতে মানববন্ধন...আরজি করের চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে ‘জাস্টিস ফর আরজি কর’ আন্দোলনে শামিল হলেন চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে জড়িত পেশাদারেরা। মঙ্গলবার বিকেলে ইম বাইপাসের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় অভিনব মানববন্ধন কর্মসূচি। এই কর্মসূচির ডাক নির্দিষ্ট কোনও সংগঠনের তরফে দেওয়া হয়নি। তবে চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিভিন্ন সংগঠন মানববন্ধন কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। বাইপাসের ধারে সারিবদ্ধ ভাবে এই দাঁড়িয়ে এই কর্মসূচি পালন করছেন তাঁরা। ফলে যান চলাচলে কোথাও কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। ছবি: অদিতি সাহা

৮ দিনের সিবিআই হেপাজত, কোর্ট চত্বরেই থাপ্পড় খেলেন সন্দীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে মঙ্গলবার আদালতে হাজির করানোর সময়ে হুলস্থুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় আলিপুর আদালত চত্বরে। সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করার পরে মঙ্গলবার দুপুরে নিজাম প্যালেস থেকে আদালতে তাঁকে নিয়ে আসে সিবিআই। এর পরে আদালত সন্দীপকে আট দিন সিবিআই হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। সেই পর্ব মিটে যাওয়ার পরে সন্দীপকে আদালত থেকে বার করার সময়েই শুরু হয় গোলমাল। ‘চোর চোর’ চিৎকার করে একদল মানুষ সন্দীপের দিকে এগিয়ে যায়। লেগে যায় হুড়োহুড়ি। সেই সময়েই কোনও এক জন সন্দীপের মাথায় পিছন থেকে থাপ্পড় কষায়। তবে কে এই থাপ্পড় কষিয়েছেন, ভিড়ের মধ্যে তা বোঝা যায়নি। এর পরে অবশ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সন্দীপকে নিয়ে গাড়িতে ওঠেন সিবিআই কর্তারা। তাঁকে ফের নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসঙ্গত, আরজি কর-কাণ্ডের পর থেকেই সন্দীপের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এর পরে তিনি নিজে থেকে ইস্তফা দেওয়ার কিছু ক্ষণের মধ্যেই সন্দীপকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সেখানে তিনি ঢুকতে পারেননি পড়ুয়াদের ক্ষোভে। শেষে নিয়োগপত্র ফিরিয়ে নিতে হয় রাজ্য সরকারকে। এর পরে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে গেলে ১৬ দিন জেরা করা হয় সন্দীপকে। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তদন্তের দায়িত্ব পায় সিবিআই। সেই মামলাতেই সন্দীপকে গ্রেপ্তার করা হয় সোমবার। সন্দীপের উপরে জনরোষ যে রয়েছে তা টের পেয়েই প্রথম থেকে সতর্ক ছিলেন সিবিআই কর্তারা। তাই সোমবার তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়ার সময়ে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। মঙ্গলবার আদালতে হাজির করানোর সময়েও সিবিআই কর্তারা একেবারে জাপটে ধরে ছিলেন সন্দীপকে। কিন্তু তার মধ্যেও থাপ্পড় খেতে হল। মঙ্গলবার আদালতে সন্দীপকে নিয়ে গাড়ি ঢুকতেই শুরু হয় বিক্ষোভ। গাড়ির বনেট থেকে জানলা চাপড়াতে থাকেন। বার করার সময়ে সেই সুরক্ষা বলয় ভেদ করে একদল মানুষ এগিয়ে যায় সন্দীপের একেবারে কাছে। ‘চোর চোর’ স্লোগানের মধ্যেই শুরু হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি। তখনই কেউ সন্দীপকে থাপ্পড় কষান।

সিবিআই গ্রেপ্তার করার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরে অবশেষে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ্য সন্দীপ ঘোষকে সাসপেন্ড করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবনের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এ কথা জানানো হয়েছে।

ব্রুনেই সফরে মোদি

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: দু-দিনের সফরে ব্রুনেই পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই দেশে দ্বিপাক্ষির সফরে গেলেন। তেলসমৃদ্ধ দেশ ব্রুনেইয়ের উদ্দেশে মঙ্গলবার সকালেই রওনা দিয়েছিলেন তিনি। এদিন বিকেলে তাঁর বিমান নামে বান্দের সেরি বাগাওয়ান বিমানবন্দরে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কূটনৈতিক দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর এই ব্রুনেই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সর্বসম্মতিতে পাশ হল ‘অপরাজিতা’, আমরা ইতিহাস গড়লাম: মুখ্যমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে হওয়া অত্যাচারের ঘটনায় দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে বিধানসভায় গৃহীত হল অপরাজিতা নারী ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধনী বিল)। মঙ্গলবার বিধানসভায় দু’ঘণ্টার আলোচনার পর সমর্বসম্মতিতে পাশ হয় নতুন বিল। বিলটিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও পকসো আইনেরও কয়েকটি ধারা সংশোধন করে কঠোরতর বিধি যুক্ত করা হয়েছে। এই বিলকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

তিনি এই বিলকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘১৯৮১ সালের এই ৩ সেপ্টেম্বরই মেয়েদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের নারী বৈষম্য বিরোধী কমিটি হয়। সে দিক থেকে আজকের দিন ঐতিহাসিক।’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সাজার হার কম বলেই দেশজুড়ে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা বাড়ছে। নতুন আইনে সেই ফাঁকফোকরগুলি পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে নারী ও শিশুদের নির্যতনের ঘটনায়, দ্রুত তদন্ত, ন্যায়বিচার, ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে।’

এর আগে বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধীরা রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। আরজিকরের ঘটনা থেকে নজর ঘোরাতে আর ওই ঘটনার জেরে তৈরি হওয়া জনরোষ প্রশমিত করতেই এই আইন আনা হচ্ছে বলে দাবি করে তারা। সরকার পক্ষের বিধাকরা পাল্টা প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। সেই হট্টগোলের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই বিল একটা ইতিহাস! প্রধানমন্ত্রী পারেননি। আমরা পারলাম। করে দেখালাম। প্রধানমন্ত্রী দেশের লজ্জা! উনি মেয়েদের রক্ষা করতে পারেননি। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি।’

মুখ্যমন্ত্রী জানান, মহিলাদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধ নীরসনে চরমতম শাস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৈরি হয়েছে নতুন বিল। ধর্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ষিতা মারা গেলে অথবা জড় অবস্থায় পৌঁছে গেলে অপরাধীর বাধ্যতামূলকভাবে মৃত্যুদণ্ড ও জরিমানার সংস্থান রাখা হয়েছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং জরিমানার সংস্থান থাকছে। গণধর্ষণের ক্ষেত্রেও ধর্ষণকারীদের আমৃত্যু কারাবাস করতে হবে। বয়স নির্বিশেষে যেকোনো ধর্ষণের মামলাতে একই ধরনের শাস্তির বিধান থাকছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ ধারায় ধর্ষণের সাজা অন্তত ১০ বছর কারাদণ্ড, যা যাবজ্জীবনও হতে পারে। সঙ্গে জরিমানার বিধান রয়েছে। রাজ্যের সংশোধনী বিলে ধর্ষণের সাজা আমৃত্যু কারাদণ্ড। সঙ্গে জরিমানা। এমনকি, মৃত্যুদণ্ডও। বিলে আরও বলা হয়েছে, জরিমানার টাকায় নির্যাতিতার চিকিৎসা, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ আদালতের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সেই জরিমানার টাকা দিতে হবে, যেমনটা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-এর ৪৬১ ধারায় উল্লেখ করা রয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৬, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ১২৪ ধারাতেও বদল আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বিলে।

বিধানসভায় শুভেন্দুর সংশোধনী প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে খারিজ হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ শুভেন্দু অভিযোগ করেন, এই অপরাজিতা বিল পুরোপুরি লোক দেখানো। রাজ্য সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনারা দোষী সাব্যস্ত করতে চান না। আপনাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট।’

সংশোধনী খারিজ হওয়ায় শুভেন্দু -সহ বিজেপির বিধায়কেরা সভাকক্ষে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ‘দফা এক দাবি এক মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ’ স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। এ সময় ধমকের সুরে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আপনারা কিছু বোঝেন না। অযথা বাজে কথা বলবেন না। দয়া করে নিজের জায়গায় বসুন।’ বিজেপির বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ‘সিবিআই যদি দোষীকে গ্রেপ্তার না করতে পারে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলনে নামব।’ বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনার শেষে ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়।

‘দিশা দেখাচ্ছে বাংলা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণ বিরোধী বিল আনার বার্তা দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ হল ‘ধর্ষণ বিরোধী’ বিল। বিলে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে সমর্থন জানিয়েছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও। আর বিল পেশ হতেই নিজের এক্স হ্যান্ডলে টুইট করলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখলেন, ‘ধর্ষণ বিরোধী বিল এনে দিশা দেখাচ্ছে বাংলা।’

মমতার ধর্ষণ-বিরোধী বিলে ‘ফুল সাপোর্ট’ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ নিয়ে এখনও অশান্ত রাজ্য। এমন পরিস্থিতিতে বিধানসভায় পেশ হল ধর্ষণ-বিরোধী বিল। বিলে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে সমর্থন জানাল বিজেপি। আরজি কর-কাণ্ডে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও প্রস্তাবিত বিল দেখে খুশি বিজেপি বিধায়করা। মঙ্গলবার সকালে বিল পেশ হওয়ার পর বিল নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। বিজেপির পক্ষে এদিন বক্তব্য পেশ করেন শিখা চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শিখা ও অগ্নিমিত্রা- দুই বিধায়কই জানিয়েছেন ধর্ষণ-বিরোধী এই বিলে সমর্থন জানানো হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য পেশ করতে উঠেই বলেন, ‘বিলকে পূর্ণ সমর্থন করা হচ্ছে।’ তবে রাজ্যের বিলে নতুন কী আছে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধিতা না করলেও, শুভেন্দুর দাবি, ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় সব আইন আছে, মৃত্যুদণ্ডের কথাও বলা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল আসলে আন্দোলন বন্ধ করতে, দৃষ্টি ঘোরাতে এই বিল এনেছে। ধর্ষণের মামলায় আরও কঠোর শাস্তির উল্লেখ করে বিল পেশ করেছে রাজ্য। শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, ‘আমরা চাই এই বিল দ্রুত আইন হিসেবে কার্যকর করা হোক। সেই দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে।’ এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে বহু পেপার কাটিং তুলে ধরেন শুভেন্দু। তিনি উল্লেখ করেন, কামদুনি মামলায় কীভাবে একের পর এক আইনজীবী বদল করেছে সরকার। বিল নিয়ে বেশ কিছু পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২০৭৪ নং এফিডেভিট বলে Nikhiles Chakraborty S/o. Nishakar Chakraborty ও Nikhilesh Chakraborty S/o. Lt. N. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৫৯৮ নং এফিডেভিট বলে Shankar Prasad Parui S/o. Bhupen Parui ও Sankar Prasad Parui S/o. B. Ch. Parui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৫৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Nirmal Bain ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kalimohan Bain ও K. Bain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২০৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Ganesh Debnath ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shankar Debnath ও Lt. S. Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৮০৪ নং এফিডেভিট বলে Seikh Shajahan Ali S/o. Seikh Borhan Ali ও Sk Sahajan Ali S/o. Lt. SK B Ali, Sk Borhan Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৩৯৪২ নং এফিডেভিট বলে Shib Nath Chowdhary S/o. Bhuneshwar Chowdhary ও Shib Nath Chowury S/o. P. Chowury`সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমার স্বামী Mahadeb Dalui -এর LIC Policy (No. 423896421) -তে নমিনি হিসাবে আমার নাম Chhaya Dalui আছে। গত ১০/০৭/২৪ তারিখে বহরমপুর, এস.ডি.ই.এম. (এস) কোর্টের এফিডেভিট বলে Nandarani Dalui ও Chhaya Dalui এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি অনিমা প্রামানিক মহাশয়া ইং ২০২৪ সালে এ.ডি.এস.আর- গড়িয়া অফিসে সম্পাদিত ০৪২২১ নং কোবালা দলিল বলে জমি ক্রয় করেন এবং দলিল মধ্যে ইং ১৯৯৪ সালে অরবিন্দ মণ্ডল ও অন্যান্যদিগের পক্ষে ১১৩ নং আমমোক্তার দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শম্ভু নাথ নস্কর ও ইং ২০২৪ সালে অমিতাভ নন্দী ও অন্যানদিগের পক্ষে ১৪৪৭ নং আমমোক্তার দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার সঞ্জয় মণ্ডল মহাশয়গনের নাম উল্লেখ আছে। মৌজা-নয়াবাদ, এল.আর ৪৫৭ নং দাগ ও এল.আর ৩০৫ নং খতিয়ানে মোট ২ কাঠা ১ ছটাক ১৩ বর্গফুট জমি ক্রয় করে নিউটেশনের জন্য কেস করেছেন। কেস নং- MN/2024/1615/29360 যদি কারোর আপত্তি থাকে আগামী ৭ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল. অ্যাণ্ড এল.আর. ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
Pampa Roy, B.A.L.L.B
Advocate
Judges'Court Alipore, Kolkata-700027
Regd. No. - F/1280/2017

CHANGE OF NAME

We, KISHAN PASI S/O Late Dharampal Pasi and MANOJ KUMAR PASI S/O Late Dharampal Pasi residing at Naihati Jute Mill Road, H/O Satya Narayan Shaw, P.O.- Hazinagar, P.S. - Halisahar, Dist - North 24 Parganas do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 27.06.2023 that Late Lakhi Pasin alias Lakhi Debi W/O Late Dharam Pal Pasi was our mother who expired on 09.04.2023. In her death certificate, her name is recorded as Lakhi Debi W/O Late Dharampal Pasi but in the S.B. Account No. 5186892560 with Hazinagar Post office, her name is recorded as Lakhi Pasin W/O Late Dharam Pal Pasi and in nominee, our names have been recorded as Manoj Pasi and Krishna Pasi. In our Aadhar and PAN Cards, our names have been recorded as Manoj Kumar Pasi and Kishan Pasi. Lakhi Pasin W/O Late Dharam Pal Pasi and Lakhi Debi W/O Late Dharampal Pasi is the same and one identical person. MANOJ KUMAR PASI and MANOJ PASI is the same and one identical person. KISHAN PASI and KRISHNA PASI is the same and one identical person.

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷
(আমমোক্তার নামা)

[illegible] স্বামী দিলীপ দাস, সাং- ডেভিড ম্যানর অ্যাপার্টমেন্ট, আখনবাজার পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, হুগলী- ৭১২১০১, স্বাতী লেখা সাধুখাঁ(দাস), স্বামী অরুনাক্ষ সাধুখাঁ, সাং- খড়ুয়া বাজার, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, হুগলী- ৭১২১০১ আমার অপর মক্কেল (দিলীপ দাস, পিতা- ৺সত্যচরণ দাস, সাং- ডেভিড ম্যানর অ্যাপার্টমেন্ট, আখনবাজার পোঃ ও থানা চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১)-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত তিনটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলগণ নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিটি চারটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল বলে ১) ২৪/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর সদর হুগলী অফিরে রেজিষ্ট্রীকৃত I-8125/2023 নং দলিল মূল্যে অভিজিত কোলে, পিতা ৺বিজয় কোলে সাং পুরাতনপোতা পো: ও থানা মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, ২) ২৪/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর সদর হুগলী অফিরে রেজিষ্ট্রীকৃত I-8112 / 2023 নং দলিল মূল্যে মালা যাদব, স্বামী নিরঞ্জন যাদব, সাং- কাঁটাপুকুর পোঃ ও থানা মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, ৩) ২৪/০৫/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর সদর হুগলী অফিরে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4681/2023 নং দলিল মূল্যে ফিরোজা খাতুন, স্বামী- রাজু সেখ, সাং- রেল লাইন ধাড়, বাগাটী পোঃ ও থানা- মগরা, হুগলী- ৭১২১৪৮, ৪) ০৪/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর সদর হুগলী অফিরে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2516/2024 নং দলিল মূল্যে কলাবতী সাউ, স্বামী- কাশী সাউ, সাং- নোনামাঠ, আমোদঘাটা, পোঃ ও থানা- মগরা, হুগলী- ৭১২১৪৮ বিক্রয় করেন। তপশীল: জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা আমোদঘাটা, জে.এল নং ৪০ হাল - ২৬১৭, ২৬ ১৮, ২৬১৬ ও ২৬১৯ নং খতিয়ানের সাবেক ও হাল ১৩৯ দাগে ষোল আনায় শালি জমি ৬৩ শতক, সাবেক ও হাল ১৪১ দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৬১ শতক ও সাবেক ও হাল ২৩১ দাগে ষোল আনায় শালী জমি ৩৫ শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারো কোনো আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O মগরা-চুঁচুড়া, ব্যন্ডেল অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম আনুসারে কার্য্য হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

বিগত ইং ০৯/১১/২০১৬ তারিখে (১) অলক পাল, (২) রমেন পাল, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ পাল, উভয়ের সাং- কুঁথিয়া ওন্দা ১, থানা- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া, (৩) পাপিয়া সরকার, স্বামী- কমল সরকার, সাং- ২৮ জয়শঙ্কর লেন, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, (৪) অরুনা রায়, স্বামী- স্বর্গীয় সুকুমার রায়, সাং- রিষড়া, জেলা- হুগলী, (৫) প্রতিভা দাস, স্বামী- ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস, সাং- ৮০, রবীন্দ্রপল্লী, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, (৬) মনোরমা মন্ডল, স্বামী- অনন্ত মন্ডল, সাং- শ্যামচক, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, (৭) কনকলতা দাস, [illegible]

Arindam Pramanik (Advocate)
Enrolment No-WB/1628/2010

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Suc. Case No. 33 of 2023
নয়না আচার্য... আবেদনকারিণী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অরবিন্দ সেনগুপ্ত গত ইং ০৫.০১.১৯৯৭ তারিখে Mayfare (N) Home (Pri) Ltd., Cal - 16 এ, পরলোক গমন করায় তাহার ত্যক্ত ২৫০/- টাকা পাইবার হকদার হিসাবে উক্ত দরখাস্তকারীগণ আদালতে আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

Schedule

Debts and Securities due to the estate of the deceased in respect of which certificate is prayed for.

The Hijli Co-operative Development Society Ltd., P.o. Hijli Co-op.- 721306, P.s. Kharagpur (T), Dist. Paschim Medinipur, Regd. No. Mid. 62/ 1947

Share Certificates

(1) 05 (five) Shares of Rs.25/- Numbered **2491 to 2495** dt. 13.05.1967,
(2) 05 (five) Shares of Rs. 25/- Numbered **2726 to 2730** dt. 27.09.1998, Number of Shares – 10*Rs.25/- = Rs.250/-

Total = Rs.250/-

তাং-১৩-৮-২৪ অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ঠা সেপ্টেম্বর। বুধবার ১৮ ই ভাদ্র। বুধ বার । প্রতিপদ তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরি মঙ্গল র বিংশত্তরি রবি র মহা দশা। মৃতে দ্বিপাদ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ বাঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊির্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনষ্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে সচেতন হতে হবে। কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷
আমমোক্তার নামা

[illegible] যাইতেছে যে, শ্রী সুনীল দাস পিতা শ্রী পূর্ণচন্দ্র দাস উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

NOTICE

Power of Attorney

Nazrul Molla, S/o Lt. Anoyar Molla, of Ward No. 4, Dankuni Coal Complex, P.O. & P.S. Dankuni, Hooghly, 712310, appointed my client namely **Navin Saraf,** S/o Lt. Sankar Lal Saraf, of BF 178, Salt Lake, Bidhan Nagar, 24 Pgs. (N), 700064 as his Lawful Attorney (General Power of Attorney Deed No. 2769/23) for schedule mentioned land and my client being the Attorney will sell the same land.

Schedule

Dist.- Hooghly, P.S.- Dadpur, Mouza-Beraberi, J.L. No.- 36, L.R. Dag No.- 331, 355, empowered area- 20 and 86 decimal respectively. It is hereby inform to all that if anybody have any legal objection or right over that schedule land then he/she requested to take necessary steps within next 15 days.

Sujata Mistri (Advocate)
Dist. Judges' Court, Hooghly.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

৷৷ বিজ্ঞপ্তি ৷৷
আমমোক্তার নামা

শ্রী বৈদ্যনাথ পাল পিতা মৃত গোবিন্দ চরণ পাল, সাং ও পো: - মালিয়া , থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৪০৫। বিগত ইং ২১/০২/২০২৪ তারিখে হারিপাল সাবরেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৮৪৮ নং আমমোক্তার দলিল মুলে [illegible] মক্কেল ইং - 27/03/2024 তারিখে ADSR হরিপাল অফিস এ রেজিস্ট্রি কৃত I-1240/2024 নং দলীল শ্রী অভিষেক ঘোষ, পিতা - স্বর্গীয় বিশ্বনাথ ঘোষ, সাং - গাজীপুর, পো - মালিয়া, থানা- হরিপাল, জেলা - হুগলী মহাশয় কে বিক্রয় করেন এবং অভিষেক ঘোষ পরবর্তী কালে তাহার মাতা আল্পনা ঘোষ, স্বামী বিশ্বনাথ ঘোষ, সাং - গাজীপুর, পো - মালিয়া, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী কে ইং - 23/07/2024 তারিখে ADSR হরিপাল অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2984/2024 নং দলিল দ্বারা দানপত্র করেন। তপশিল: জেলা - হুগলি, মৌজা মালিয়া , জে. এল নং ১২৩, L. R খতিয়ান নং ২৩৫, R.S ও L.R দাগ নং ১৪৫৫ ও ১৮৮৯, ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ৪.৫০ শতক ও ৪.৫০ শতক।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, শ্রীমতি আল্পনা ঘোষ, স্বামী- বিশ্বনাথ ঘোষ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এন্ড এল.আর. ও হরিপাল অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিস এ জানাইতে হইবে, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

E-Tender

E- tender are invited by the Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Pipulbaria, Nadia. **NIET No. 09/15th FC(Untied)/PGP/ 2024-2025.** Last date of submission **18.09.2024 up to 4p.m.** For details please contact the Office or visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan,
Pipulbaria Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করানো হইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী হীরামন গোলদার, পিতা- মৃত তারকচন্দ্র গোলদার, সাং গ্রাম- মালঞ্চ শান্তি নগর, পো: মালঞ্চ, থানা- বীজপুর হাল জেঠিয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১৩৫ এ বসবাসকারীর পক্ষে ঘোষণা করিতেছি যে, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বীজপুর এ. ডি. এস. আর. অফিস নৈহাটির এলাকাধীন মৌজা- হালিশহর, জে এল নং ১৬, হালিশহর পৌরসভার অধীন এল. আর. ২০৯৪৪ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর এস-১৪৮৯ নং দাগ যাহা এল. আর. ২৯৩১ নং দাগে বাস্তু ৩ শতক জমি মায় সম্পত্তি বিগত ইংরেজি ৩০/০৭/২০২৪ তারিখে নৈহাটি রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৭৫৪৯ নং দলিল মূলে হালিশহর ঠাকুরপাড়া নিবাসী শ্রী কৃষ্ণ কমল কর এর পক্ষে বিগত ইংরেজি ০৭/১০/ ২০২০ তারিখে নৈহাটি রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৫০২২ নং জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা আমমোক্তার মূলে শ্রী অসিত ভট্টাচার্য মারফত খরিদ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে কাহারো কোন রুপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কাছে লিখিতভাবে আপত্তি জানাইতে হইবে অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না ।

অনুমত্যানুসারে
শ্রী মনি মজুমদার (এডভোকেট ব্যারাকপুর মহকুমা আদালত)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সরকারি ধান বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে ক্ষোভ এড়াতে প্রযুক্তি নির্ভর হচ্ছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি ধান বিক্রয় কেন্দ্র গুলিতে ওজন নিয়ে ওঠা ক্ষোভ বা প্রশ্ন এড়াতে রাজ্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে। এবার যে ই-পস যন্ত্র দিয়ে ধান মাপা হবে, তার সঙ্গে ইলেকট্রনিক ওজনযন্ত্রও যুক্ত থাকবে। ধান বিক্রির পর ই-পস যন্ত্র থেকে বেরোনো স্লিপে উল্লেখ থাকবে চাষি কী পরিমাণ ধান বেচলেন। ফলে আর সংশয়ের অবকাশ থাকবে না। প্রতিবছর দেখা যায় ধান কেনার কেন্দ্রগুলিতে ওজন নিয়ে ঝামেলা বাধে। বহু চাষি অভিযোগ করেন, তাঁদের ওজনে ঠকানো হয় বা ধানের দাম কম দেওয়া হয়। নতুন ব্যবস্থায় সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে মনে করছেন রাজ্যের খাদ্য দফতরের আধিকারিকেরা।

চাষিদের অভিযোগ, সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে ধানের প্রকৃত ওজন থেকে আর্দ্রতা বা খাদ বাবদ অনেকটাই বাদ দেওয়া হতো। এজন্য তাঁরা প্রাপ্যের চেয়ে কম টাকা পেতেন। এই কারণে অনেক চাষি সরকারকে ধান বেচতেন না। পুরনো ব্যবস্থায় চাষির ধানের কয়েকটি বস্তার নমুনা পরীক্ষা করেই খাদের পরিমাণ ঠিক করা হতো। তারপর ধান ওজন করা হতো ম্যানুয়াল ওজন যন্ত্রে। কিন্তু এই ব্যবস্থা চালুর আবার তীব্র বিরোধিতা করেছে বেঙ্গল রাইস মিলস অ্যাসোসিয়েশন। মিল মালিকদের সংগঠনের দাবি, 'ই-পস যন্ত্র দিয়ে ধান কেনার ব্যবস্থা চালু হলে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। ধানের সঙ্গে ধুলো-বালি, পাথর-সহ নানা ধরনের 'খাদ' মিশে থাকে। নতুন সিদ্ধান্তে খাদ বাদ দিয়ে ওজনের ব্যবস্থা থাকছে না। ফলে ধানের যে ওজন পাওয়া যাবে, তা অন্যায্য। তাই ওই পরিমাণের ধানের ভিত্তিতে সরকারকে চাল দিতে হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মিলগুলি। নতুন ব্যবস্থায় মিলের ক্ষতি আরও বাড়বে। এই ব্যবস্থা চালু হলে তাঁরা বাধ্য হবেন চাল উৎপাদন না-করার।'

যদিও রাজ্য খাদ্য দফতরের আধিকারিকেরা এখন মিল মালিকদের সংগঠনের হুমকিকে খুব বেশি প্রাধান্য দিতে চাইছেন না। তবে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, কৃষকেরা ধান বিক্রি করলে ৩ দিনের মধ্যে টাকা পেয়ে যাবেন। প্রতিবছরই ধান বিক্রির পর কবে টাকা পাওয়া যাবে, তা নিয়ে চাষিরা চিন্তায় থাকেন। তারই সুযোগ ফড়েরা নেয়। তারা ধান কেনার কয়েক দিনের মধ্যেই চাষিদের টাকা দিয়ে দেন। দ্রুত টাকা পাওয়ার আশায় অনেক চাষি ফড়েদের দ্বারস্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ধান বিক্রির তিন দিনের মধ্যেই চাষিদের অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হবে। এবারে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ধান কেনার জন্য সঙ্ঘ এবং সমবায়গুলিকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। কৃষকবন্ধু পোর্টালে নাম নথিভুক্ত থাকলে চাষিরা সহজেই ধান বিক্রির জন্য নাম রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। অনথিভুক্ত বর্গাদাররাও ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে পারবেন। তবে তাঁদের জমি সংক্রান্ত স্ব-ঘোষণাপত্র দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

কৌশিকী অমাবস্যায় রেকর্ড ভিড়, জানাল পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে অন্যতম সিদ্ধপীঠ বলে খ্যাত তারাপীঠ। কৌশিকী অমাবস্যায় আধ্যাত্মিকতার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সময়ে দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্তরা আসেন তারাপীঠে। তাদের অধিকাংশই ট্রেনের মাধ্যমে রামপুরহাট স্টেশনে আসেন।

তাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রতি বছর বিশেষ ব্যবস্থা নেয় পূর্ব রেল। এই বছরেও অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে পূর্ব রেল তার দায়বদ্ধতা দেখিয়েছে। যদিও এবারের কৌশিকী মেলাকে কেন্দ্র করে মেলার প্রথম দিনেই টিকিট বিক্রির নতুন রেকর্ড গড়ল পূর্ব রেল। ২ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ সোমবার ১৫ হাজার ৩৬৪ টি টিকিট বিক্রি করেছে পূর্ব রেল। যা গত বছর ছিল ১২ হাজার ৫৫৫। এবছরে মেলার প্রথম দিনে টিকিট বিক্রির পরিমাণ ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬০ টাকা। যা গত বছরের তুলনায় ২৪.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। গত বছর এই টিকিট বিক্রির পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৪০ টাকা। ভিড় সামলাতে আরও অতিরিক্ত ৫ টি ইউটিএস মেশিন-সহ ৭টি টিকিট কাটার মেশিন চালাচ্ছে পূর্ব রেল। পাশাপাশি চারটি আরও টিকিট কাটার মেশিন বসানো হয়েছে, যা সারাদিন ও রাতে চালু রয়েছে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল।

আরজি কর তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে ধর্মতলায় বিজেপির ধরনা মঞ্চ গড়ে তোলা হয়। পঞ্চম দিনে মঞ্চে বক্তৃতা রাখলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পরাঙ্কুশ স্বামীর জন্মজয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর হুগলির জেলার ত্রিবেণী গঙ্গাতীরবর্তী ওঙ্কার তলা শ্রীরামানুজ সীতারাম মঠে ওঙ্কারনাথদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ত্রিদণ্ডি স্বামী পরাঙ্কুশ স্বামীর ৯২তম জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই উপলক্ষে শুক্রবার সারা দিনব্যাপী নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পরাঙ্কুশ স্বামী ছিলেন ওঙ্কারনাথদেবের অত্যন্ত প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে একজন। জন্মাবধি তিনি আধ্যাত্মিকভাবে এতটাই মাতোয়ারা ছিলেন যে সকল সময়েই ঈশ্বরীয়ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। তাই পরাঙ্কুশ স্বামীকে ওঙ্কারনাথদেবের নাম প্রচারের জন্য অন্যতম ভক্ত হিসেবে দায়িত্ব দেন। সেই দায়িত্ব পরাঙ্কুশ মহারাজ আমৃত্যু পালন করেছেন।

শালিমার স্টেশন থেকে নিউ টাউন নয়া বাস পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই প্রথমবার হাওড়ার শালিমার স্টেশন থেকে নিউ টাউন পর্যন্ত শুরু হল নতুন বাস পরিষেবা। সোমবার থেকে রাজ্য সরকারের তরফে এই বাস রুটের পরিষেবার চালু হওয়ায় খুশি যাত্রীরা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া খড়্গপুর বিভাগে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন শালিমার স্টেশন। দক্ষিণ ভারত ও মুম্বাই যাওয়ার জন্য বহু সংখ্যায় দূরপাল্লার ট্রেন চালানো হয় এই স্টেশন থেকেই। আর এই ট্রেনে যাত্রা করার জন্য দূর দুরান্ত থেকে যাত্রীদেরকে আসতে হয় এই শালিমার স্টেশনেই। যদিও দীর্ঘদিন ধরেই শালিমার স্টেশন পর্যন্ত কোনও বাস পরিষেবা সরাসরি না থাকায় চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল যাত্রীদের। শালিমার স্টেশনের বাইরে পার্কিং এলাকা নতুন করে তৈরি করার পর সোমবার ২ সেপ্টেম্বর থেকে শালিমার স্টেশন থেকে নিউ টাউন পর্যন্ত রুটে বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। যা প্রতিদিন সকাল ছয়টা থেকে রাত প্রায় আটটা পর্যন্ত চলবে বলে জানানো হয়েছে। যাত্রীদের উৎসাহ দেখে আগামী দিন এই পরিষেবার সময় বাড়ানো যেতে পারে বলে সূত্রের খবর। আপাতত এই রুটে এখন ১০টি বাস দেওয়া হয়েছে যেগুলো আপ ও ডাউন দুই রুটেই পরিষেবা দিচ্ছে। শালিমার স্টেশন ছাড়ার পর বাসটি মন্দিরতলা, রবীন্দ্র সদন, এক্সাইড, ধর্মতলা, মৌলালি, শিয়ালদা, বেলেঘাটা, চিংড়িঘাটা, কলেজ মোড় হয়ে নিউটাউন ও হাতিশালা পর্যন্ত যাতায়াত করবে। ফেরার পথেও বাসটি একই রুট হয়ে আবার পুনরায় শালিমার স্টেশনে ফেরত আসবে। ওই রুটের বাস মালিক দেবমাল্য বারি জানান, 'আপাত এই রুটে ১০টি বাস নামানো হয়েছে, সোমবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শালিমার স্টেশন থেকে পরিষেবা দেওয়া শুরু করেছে।

শালিমার থেকে নিউ টাউন পর্যন্ত ৩৮ টাকা ভাড়া রয়েছে। প্রথম দিন যাত্রীদের থেকে ভালোই সাড়া পাওয়া গেছে। যাত্রীরাও চাইছিলেন, এখানে সরাসরি বাস পরিষেবা চালু হোক। অন্য এক স্থানীয় বাসিন্দা উমেশ জানান, 'শালিমার স্টেশন শুরু হওয়ার পর এখানে যাত্রীদের যাতায়াত করতে খুবই অসুবিধা হতো। যারা বাসে করে আসতেন তাদেরকে প্রায়ই ১ কিলোমিটার দূরে জিটি রোডের উপরেই বাস থেকে নামিয়ে দিত, সেখান থেকে তারা টোটো করে শালিমার স্টেশন আসতেন। তবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই বাস পরিষেবা চালু করার ফলে উপকৃত হবেন শালিমার স্টেশনে যাতায়াতকারী নিত্য যাত্রীরা।' পাশাপাশি এখানে যে স্থানীয় বাসিন্দারা আছেন তারাও এই বাসের রুটে উপকৃত হবেন। এখান থেকে সরাসরি কলকাতা ধর্মতলা পর্যন্ত যাতায়াত করতে তাদের সুবিধা হবে। সোমবার থেকে বাস পরিষেবার চালু হতে খুব খুশি সকলেই। উল্লেখ্য, অগাস্ট মাসেই দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে নাইট বাস সার্ভিস শুরু হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১৮ ভাদ্র ১৪৩১ বুধবার

সন্দীপের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর আয়-ব্যয়ের হিসেবে বিস্তর ফারাক পেল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ ঘোষ ছাড়াও আরও তিন জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। তাঁরা হলেন বিপ্লব সিং, সুমন হাজরা এবং আফসার আলি। এই ৩ জনই আরজি কর হাসপাতাল এবং সন্দীপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই আফসার আলি নাকি সন্দীপ ঘোষের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিলেন। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত আফসার আলি আরজি কর হাসপাতালে কাজে যোগ দিয়েছিলেন অ্যাডিশনাল সিকিউরিটির পদে। কিন্তু অভিযোগ, তাঁকে কখনও নির্দিষ্ট পোশাকে দেখা যায়নি। আরজি করের বিভিন্ন মহলের দাবি, তিনি সন্দীপের 'ব্যক্তিগত দেহরক্ষী' হিসাবেই কাজ করতেন। এখানেই শেষ নয়, ৪০ লক্ষ টাকার গাড়ি চেপে

হাসপাতালে আসতেন 'অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি' আফসার। অভিযোগ, আফসার আলিকে বেআইনিভাবে ক্যাফে-ক্যান্টিন ও পার্কিং টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। যা থেকে সিন্ডিকেট করে প্রচুর অর্থ আসত। তদন্তে দেখা যায়, আফসার আলির আয় ও ব্যয়ের মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক এবং তার সমর্থনে কোনও নথি দেখাতে পারেননি আফসার। এরপরেই তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই। জানা যায়, আফসার বেলগাছিয়ার বাসিন্দা। সূত্রের খবর, আরজি করের প্রশাসনিক ভবনের সামনে একটি 'ক্যাফে' চালান আফসারের স্ত্রী। একাংশের অভিযোগ, সেটিও বেআইনি ভাবে পাওয়া। আফসারের ভাই আরজি কর হাসপাতালেই 'বেআইনি' পার্কিং চালান বলেও অভিযোগ। সোমবার গ্রেফতার হওয়া বাকি দু'জন হলেন বিপ্লব সিং ও সুমন হাজরা। সূত্রের দাবি, হাসপাতালের প্রতিটি জিনিস-ই সরবরাহ হত বিপ্লব এবং সুমনের সংস্থা থেকে। বিপ্লব সিং-এর সংস্থার নাম 'মা তারা টেডার্স', এই সংস্থাকে বেআইনি ভাবে টেন্ডার পাইয়ে দিত সন্দীপ। সুমন হাজরার দোকানের নাম 'হাজরা মেডিক্যাল'। হাওড়ার এই দোকান থেকেই আরজি কর-এ সমস্ত মেডিক্যাল সামগ্রী আসত। বেআইনি ভাবে বরাত দিয়েছিলেন সন্দীপ।

প্রসঙ্গত, সোমবার সন্ধ্যায় সিবিআই গ্রেফতার করে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। গত ১৬ অগাস্ট থেকে টানা ১৫ দিন সিবিআই জেরা করে সন্দীপকে। সোমবার ফের তাঁকে তলব করা হয় সিজিও কমপ্লেক্সে। সন্ধ্যায় সেখান থেকে সিবিআই আধিকারিকেরা সন্দীপকে নিয়ে যান নিজাম প্যালেসে। তারপরেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়, সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে। শুধু সন্দীপ ঘোষ নন, সিবিআই গ্রেফতার করে বিপ্লব সিং, সুমন হাজরা এবং আফসার আলিকেও।

বামেদের মিছিল দখল নিল রাজপথের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ঘটনায় বামেদের বড় মিছিল নামল রাজপথে। কয়েকদিন আগেই রাজাবাজার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত বড় মিছিলের ডাক দিয়েছিল বামেরা। সিপিএম-সহ বামফ্রন্টের প্রায় সমস্ত শরিক দলকেই এদিন মিছিলে পা মেলাতে দেখা যায়। মিছিলে হাঁটতে দেখা যায় বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকেও। মিছিলে হাঁটতে দেখা যায় সুজন চক্রবর্তী, সূর্যকান্ত মিশ্র, রবীন দেব-সহ বামফ্রন্টের বরিষ্ঠ নেতৃত্বকেও। একই সঙ্গে বামেদের ছাত্র-যুব ব্রিগেডকেও এদিন পথে নামতে দেখা যায়। প্রবীণদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটেন তাঁরা। যদিও এদিন মিছিলের শুরুতে মূলত মহিলাদেরই দেখা যায়। বামেদের মিছিল আটকাতে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা ছিল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। শ্যামবাজার মেট্রো গেট সহ পাঁচমাথা মোড় মোতায়েন করা হয় বিরাট পুলিশ বাহিনী। লাঠি, ঢাল,হেলমেট, কাঁদানে গ্যাস নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন কলকাতা পুলিশ কর্মী থেকে আধিকারিকেরা। প্রস্তুত রাখা হয়েছিল ব্যারিকেডও।

মিছিলে হাঁটতে হাঁটতেই বিমান বসু বলেন, 'এ মিছিল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল।' একই সুর রবীন দেবের গলাতেও। যদিও খান্না মোড়ে মিছিল যেতেই বাধা দেয় পুলিশ। বেঁধে যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। ভেঙে দেওয়া হয় পুলিশের ব্যারিকেড। উঠতে থাকে স্লোগান। বাম সমর্থকদের অনড় দাবি, শ্যামবাজার তাঁরা যাবেনই। তাঁদের কোনওভাবেই আটকানো যাবে না।

বিচারের দাবিতে কামারহাটির সাগরদত্ত মেডিক্যালের চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে তোলপাড় গোটা বাংলা। বিচারের দাবিতে চিকিৎসকদের পাশাপাশি পথে নেমেছেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষজন। প্রতিবাদীদের একটাই স্লোগান, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। আরজি কর কাণ্ডে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার মিছিল করেন কামারহাটি সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক, জুনিয়র চিকিৎসক থেকে শুরু করে নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা। ডানলপ মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিটি রোড ধরে সোদপুর মোড়ে মিছিল শেষ হয়। উক্ত মিছিলে কামারহাটি ইএসআই হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরাও সামিল হয়েছিলেন।

এদিন বহু সাধারণ মানুষ এই প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলান। মিছিলে যোগ দিয়ে কামারহাটি সাগরদত্ত মেডিক্যাল এন্ড কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসক কুনাল ধর বলেন, 'আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত বড় মাথা কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি। সুতরাং ন্যায়-বিচারের দাবিতে আন্দোলন জারি থাকবে।' তাঁর অভিযোগ, ঘটনার পর ২৬ দিন অতিক্রান্ত। অথচ সিভিক ভলান্টিয়ার ছাড়া এই ঘটনায় নতুন করে কাউকেই গ্রেপ্তার করা হল না।

কালচার অ্যাণ্ড লিটেরারি ফোরামের পক্ষ থেকে আরজি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। রবীন্দ্রসদন থেকে মিছিল যায় হাজরা মোড় পর্যন্ত। মিছিলে পা মেলান শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং, জিতেন্দ্র তিওয়ারি, শঙ্কুদেব পণ্ডা সহ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব।

নিউটাউনে গুলি চালনার ঘটনায় ধৃত মাস্টারমাইন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার রাতে নিউটাউনে গুলি চালনার ঘটনায় গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড বাকিবুল্লা। এই গুলি চালানোর ঘটনায় আগেই রফিক ইসলাম নামে একজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত রফিক ইসলাম নিহতের ব্যবসায়িক পার্টনারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাম উঠে আসে বাকিবুল্লার। এরপর ইকোপার্ক থানার পুলিশ সোমবার সরবেড়িয়া এলাকায় হানা দিয়ে বাকিবুল্লাকে গ্রেফতার করে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, নিউ টাউনে গুলি

চালনার ঘটনায় সুপারি নিয়েছিল বাকিবুল্লা। খুন করার আগে নিউটাউনের ঘটনাস্থলে রেইকি করেছিল। রাস্তার কোথায় সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে, গুলি করার পর কোন দিক দিয়ে পালাতে হবে। তারপর দু'জন শুটারকে ব্যবহার করে ইট ও কয়লা ব্যবসায়ী নাসিরউদ্দিনকে খুন করা হয়।

প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে নিউটাউনের ইকো পার্কের সামনে নাসিরুদ্দিন খান নামে এক যুবককে খুব কাছ থেকে গুলি করে খুন করা হয়। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালেই মৃত্যু হয় যুবকের। তদন্তে নামে বিধাননগরের গোয়েন্দা শাখার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেই এই খুন।

সোনারপুরের বিধায়ক লাভলিকে সতর্ক করল দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বদল হয়ে গিয়েছে, এবার বদলাও নিতে হবে।' দলীয় কর্মসূচিতে এমনই বার্তা দিয়েছিলেন সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্র। নাম করে সুজন চক্রবর্তী, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণও শানাতে দেখা যায় লাভলি মৈত্রকে। সেই লাভলিকেই এবার সতর্ক করল দল। অন্যদিকে, লাভলি মৈত্রের বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন। স্পষ্টভাষায় বার্তা দেন তিনি। 'নাগরিক সমাজ, চিকিৎসক সমাজের কণ্ঠ কোনওভাবে রুদ্ধ করার চেষ্টা চলবে না। নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সকলেরই আছে।' দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের এ হেন বার্তার পর পরই কাঞ্চন মল্লিক নিজের মন্তব্যের জন্য ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট করে ক্ষমা চান। মঙ্গলবার সতর্ক করা হয় লাভলি মৈত্রকে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে সতর্ক করেন বলে তৃণমূলের অন্দরের খবর। এধরনের মন্তব্য করে জটিল পরিস্থিতিকে আরও জটিল করা থেকে বিরত থাকার বার্তাই দেওয়া হয়।

এবিষয়ে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'সতর্ক করাটা উচিত। পরপর উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী, কালনা-ক্যানিংয়ের বিধায়ক, সোনারপুরের বিধায়ক। পুরো কু-কথার স্রোত চলছে। হুমকি, উস্কানি চলছে। তবে তৃণমূলের সতর্ক করার কী মানে তাও জানি না। তবে আমি লাভলিদের কাউন্ট করি না। কম বয়স। কিছু বোঝে না। এসব বদহজম।'

'পুলিশ' লেখা বাইক ব্যবহারে 'না' সিভিকদের, পদক্ষেপ লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিভিক ভলান্টিয়েরাদের ক্ষেত্রে এবার কড়া পদক্ষেপ নিতেই হল কলকাতা পুলিশকে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত সিভিক পুলিশ সঞ্জয় রায়ের 'পুলিস' লেখা বাইক নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। শুধু তাই নয়, এরপর আরজি কর কাণ্ডে যখন প্রতিবাদীদের জমায়েত চলছিল সিঁথি মোড়ে তখন মধ্যরাতে বিটি রোডে প্রতিবাদী ছাত্রীদের জমায়েতে সেই 'পুলিশ' লেখা বাইক নিয়ে এক মদ্যপ সিভিক পুলিশ এসে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ ওঠে। তবে এই দুই ক্ষেত্রেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের 'পুলিশ' লেখা বাইক নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শুধু তাই নয়, এই বিতর্ক আলাদ মাত্রা পায় যখন তদন্তে নেমে দেখা যায় তরুণী ডাক্তারের ধর্ষণ-খুনে ধৃত সঞ্জয় রায়ের 'পুলিশ' লেখা বাইক ছিল কলকাতা পুলিশ কমিশনারের নামে। এরপর কলকাতা পুলিশ কমিশনারের নামে নথিভুক্ত হওয়ায়, বিভ্রান্তি ছড়ানো আটকাতে রীতিমতো বিবৃতি জারি করতে হয় কলকাতা পুলিশকে। অবেশেষে বিতর্ক-বিভ্রান্তি এড়াতে সিভিক ভলান্টিয়ারের 'পুলিশ' লেখা গাড়ি-বাইক ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হল।

সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক হল লালবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর বারবার প্রশ্ন উঠেছে সররকারি হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়ে। মঙ্গলবার এই ইস্যুতেই লালবাজারে চলে বৈঠক। এই বৈঠকে অংশ নিতে দেখা যায় এসএসকেএম, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজও হাসপাতালের কর্তাদের। বৈঠকের নির্যাস কী বের হয় সেদিকে নজর ছিল সব মহলেরই। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে এই বৈঠকে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার অশেষ বিশ্বাস।

আজি কর কাণ্ডের পর শহরের সরকারি হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা কীভাবে আরও জোরদার করা যায়

তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লালবাজারের কর্তারা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ চেয়ে নেন। কীভাবে নিরাপত্তাকে আরও বাড়ানো যায় বা কোথায় কোথায় এখনও খামতি রয়ে গিয়েছে, নিরাপত্তাকে কিভাবে আরও জোরদার করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়। বিশেষ করে রাতের দিকে হাসপাতালে কতজন নিরাপত্তারক্ষী থাকে, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা আদৌও রয়েছে কিনা, থাকলে সেগুলির মধ্যে কতগুলি সক্রিয় রয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের পর নিষ্ক্রিয় থাকা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা গুলি মেরামত করা সম্ভব হয়েছে কিনা, বহিরাগতদের আনাগোনা আটকাতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রে খবর। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল হাসপাতালগুলির পুলিশ পোস্ট। সেখানেও পুলিশকর্মী বাড়ানোর কথা এদিনের বৈঠকে উঠে এসেছে বলে খবর মিলেছে। একইসঙ্গে রাতের হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, রোগীদের পরিজনদের ঠিকমতো থাকার ব্যবস্থা, চিকিৎসকদের বিশ্রাম কক্ষ এবং সেমিনার কক্ষের মতো আশ্বাস গুলিতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থার কথাও এদিনের বৈঠকে উঠে আসে।

'দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার' ফেরাতে চান নাট্যকার চন্দন সেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ড নিয়ে উত্তাল গোটা রাজ্য। তারই মাঝে প্রতিবাদীদের খেঁচা দিয়ে পুরস্কার ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন একদা নাট্যকর্মী তথা তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। কাঞ্চনের খোঁচায় অপমানিত বোধ করে রাজ্য সরকারের দেওয়া নাট্যক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মাননা 'দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার' ফিরিয়ে দিতে চান ব্যারাকপুরের বাসিন্দা প্রবীণ নাট্যকার চন্দন সেন।

রবিবার বিতর্কিত মন্তব্য করার পর সোমবার যদিও তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে ব্যারাকপুরের বাড়িতে বসেই তিনি ঘোষণা করেন ২০১৭ সালে রাজ্য সরকারের দেওয়া 'দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার' ফিরিয়ে দেবেন। প্রবীণ নাট্যকার চন্দন সেন সাংবাদিকদের জানান, পরিচিত একজন নাট্যকর্মী বর্তমানে তিনি শাসকদলের বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ করতে বলেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, এটা সরকারি কণ্ঠস্বর। যদিও সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। চন্দন সেনের সংযোজন, ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সচিবের কাছে তিনি ইমেল পাঠিয়ে পুরস্কারের অর্থমূল্য ফেরত দিতে চান। তবে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সচিবের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর মেলেনি। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হল। শুধু একজন চিকিৎসকের ছেলে হিসেবে নয়, একজন মানুষ কিংবা একজন নাট্যকর্মী হিসেবে তিনি যন্ত্রনার শরিক। তাই তিনি যন্ত্রনা প্রকাশের জন্য সরকারি পুরস্কার ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সব ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ কেন তা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। এর পাশাপাশি জেলা আদলতে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের মামলাতেও অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় আদালতকে। পশ্চিমবঙ্গে সিভিক ভলান্টিয়ার থেকে শুরু করে পুরসভা, সব ক্ষেত্রেই প্রচুর কন্ট্রাকচুয়াল বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হয়। গোটা দেশে এমনটা আর কোথাও হয় না বলে মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম।

বিভিন্ন দফতরে শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ রেখে কেন অস্থায়ী কর্মীদের দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে, সেই প্রশ্ন উঠেছে আগেও। এবার অস্থায়ী নিয়োগ সম্পর্কে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'রাজ্য সরকার সব সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য এভাবে নিয়োগ বন্ধ রাখতে পারে না।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, হাইকোর্টের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রোপোজাল পাঠানো হলেও, তার

কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

আদালতের প্রশ্ন, সব ক্ষেত্রে এভাবে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ হলে, কাজের সময় ঠিক বা ভুলের দায় কে নেবেন? প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম বলেন, 'সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করছেন। বেতন ১৪ হাজার টাকা! এমন হলে কীভাবে সম্ভব? কিছু পিডব্লুডি কর্মী স্থায়ী কাজ করতে আসেন, তাদের চিঠির কালি শুকনোর আগেই ঠিকাদার তাদের বের করে দিয়েছে।' স্থায়ী পোস্টে অস্থায়ী ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার, পিওন সহ অন্যান্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, গত মার্চ মাসে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় চুক্তিভিত্তিতে আদালতের কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয় রাজ্য। ওই বিজ্ঞপ্তিতে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ ওই নিয়োগের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারস্থ হয় রাজ্য।

ক্লাবগুলোকে পুজোর অনুদান দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মাফিক রাজ্য সরকার এবার ৪৫ হাজারের ৩৩৬টি ক্লাব ও পুজো কমিটিকে অর্থ সাহায্য করবে। এজন্য মোট ৩৮৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহ থেকে সেই টাকা ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত ২৩ জুলাই কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো কমিটি তথা ক্লাবগুলিকে ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে বিদ্যুতের বিলের ওপর ৭৫ শতাংশ ছাড় মিলবে বলে জানানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন আগামী বছর এই অনুদানের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা করা হবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন দশেক আগেই ক্লাব-পুজো কমিটিগুলির জন্য দুর্গাপুজোর

অনুদানের চূড়ান্ত প্রশাসনিক প্রস্তুতিতে ছাড়পত্র দিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে আরজি কর কাণ্ডের প্রেক্ষাপটে পুজো অনুদানের টাকা বিতরণে তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না রাজ্য সরকার। এবারে সারা রাজ্যের ৪৫ হাজার ৩৩৬টি ক্লাব-পুজো কমিটির জন্য মোট ৩৮৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু অনুদানের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়ে গেলেও আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেই টাকা না ছাড়ার ব্যাপারে প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলের নির্দেশ এসেছে। তার পরেও কবে ছাড়া হবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে মনে করা হচ্ছে, শুক্রবার অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বর থেকে সেই টাকা ছাড়া হলেও হতে পারে। রাজ্য সরকারের এই পুজো অনুদান বিলির দায়িত্ব থাকে প্রধানত পুলিশের ওপরেই। তাই কলকাতা ও জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে ওই বিশেষ নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, পুজো অনুদানের জন্য রাজ্য সরকারের বরাদ্দ টাকা রাজ্যের কোষাগারে রয়েছে। সেই টাকা কোষাগার থেকে তোলার অধিকার দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। জেলায় জেলায় সেই কাজ করবেন পুলিশ সুপার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও পুলিশ আধিকারিক। কলকাতার ক্ষেত্রে সেই কাজ করবেন পুলিশ কমিশনার। কলকাতা পুলিশের অধীনে রয়েছে ৩ হাজার পুজো কমিটি। তাই কলকাতা পুলিশকে ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এই খাতে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে নবান্ন। আবার রয়েছে। রাজ্য পুলিশের আওতায় রয়েছে ৪২ হাজার ৩৩৬টি ক্লাব-কমিটি। সেই জন্য ৩৫৯ কোটি ৮৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা কোষাগার থেকে তোলার অধিকার দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশকে। সেই সঙ্গে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার পরিবর্তে 'অ্যাকাউন্ট পে' চেকের মাধ্যমে পুজো উদ্যোক্তা ক্লাব-কমিটিগুলিকে অনুদান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর।

সম্পাদকীয়

শিক্ষায় দুর্নীতি যে ভাবে দিন দিন বাড়ছে, ভাবতে হবেই আমাদের

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। কিন্তু বৈষম্য থেকেই গেছে। অতিমারির সময় প্রায় দু'বছর সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এই সময়ে গ্রামের বহু ছেলেমেয়ে অক্ষর ভুলেছে, ভুলেছে অঙ্ক। এক বিরাট বিভাজন তৈরি হয়েছে গ্রাম-শহরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। দরিদ্র পরিবারগুলির অনেক ছাত্রছাত্রী পড়া ছেড়ে টোটো চালাচ্ছে, ফেরিওয়ালার কাজ করছে, জনমজুরি করছে। অনেক নাবালিকার বিয়ে হয়ে গেছে। স্কুলছুটের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি শিক্ষার মানের ক্ষতি করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হতাশ করেছে। এখন রাজ্যে সরকারি ও সরকার অনুমোদিত স্কুলে শিক্ষার পরিকাঠামো নিম্নমানের। ল্যাবরেটরি, গ্রন্থাগার অনেক স্কুলে নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জায়গা নেই। বিল্ডিংয়ের ভগ্নদশা। পঠনপাঠনের মান নিম্নগামী। ছাত্র অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা কম। শিক্ষকের অভাবে স্কুল বন্ধ হচ্ছে। অতিরিক্ত ছুটি শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে। শিক্ষায় দুর্নীতি দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, গ্রেস মার্কস, পরীক্ষার খাতা পরিবর্তন ইত্যাদি অসংখ্য দুর্নীতির করাল গ্রাসে শিক্ষা। টাকা দিয়ে শিক্ষা কেনাবেচা চলছে। শিক্ষায় লাগামহীন বেসরকারিকরণ করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার সমস্ত কৌশল নেওয়া হচ্ছে। এক দশক আগেও দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা, এমনকি ডাক্তারি পড়ার সুযোগও ছিল। এখন তা স্বপ্ন। ডাক্তারের সন্তান ডাক্তার হবে, উকিলের সন্তান উকিল হবে, আইএএস-এর সন্তান আইএএস হবে, রাজনীতিবিদের সন্তান মন্ত্রী হবে, এই যেন এখন নিয়ম! উচ্চবিত্তদের এলাকায় সাধারণের 'প্রবেশ নিষেধ' করার জন্য সরকারি শিক্ষার অধোগতি, শিক্ষার বেসরকারিকরণ! শিক্ষায় দুর্নীতি যে ভাবে বাড়ছে এবং যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে এর বিপদ দীর্ঘমেয়াদি। এর থেকে মুক্তির জন্য জনগণকে কি রাস্তায় নামতে হবে?

শব্দবাণ-৩৪

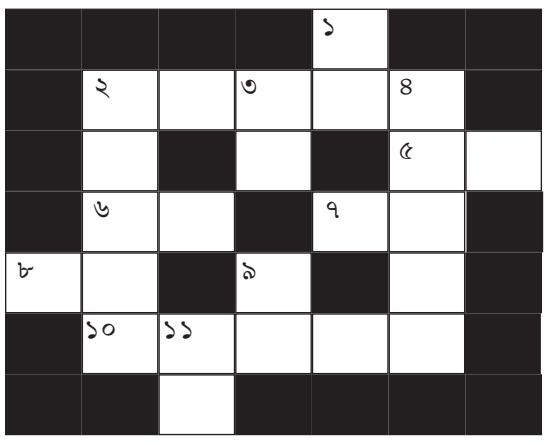

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সম্মতি, সমর্থন ৫. পৃথিবী ৬. না থাকলে খই ভাজুন ৭. জনক ৮.বণিকজাতি বা ব্যবসায়ী ১০. অন্ততপক্ষে, খুব কম করেও।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. খারিজ, বাতিল ২. নানান ও বিভিন্ন ৩. সুখকর ৪. নতুন শিক্ষা ৯. প্রত্যেকেই, সকলেই ১১. অন্তর — বিকশিত করো।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৩

পাশাপাশি: ১. আজান ৩. অবশ ৫. বচন ৬. লহর ৭. মকুব ৯. জবাব ১১. রিঙ্গণ ১২. ঠক্কর।

উপর-নীচ: ১. আজীব২. নয়ন ৩. আকাল ৪. শক্কর ৭. মুকেরি ৮. রক্ষণ ৯. জরঠ ১০. বছর।

জন্মদিন

আজকের দিন

ঋষি কাপুর

১৯৪১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুশীল কুমার শিন্ডের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ঋষি কাপুরের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কিরণ মোরের জন্মদিন।*

কথাসাহিত্যিক কতো ভাদ্রজাতক

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

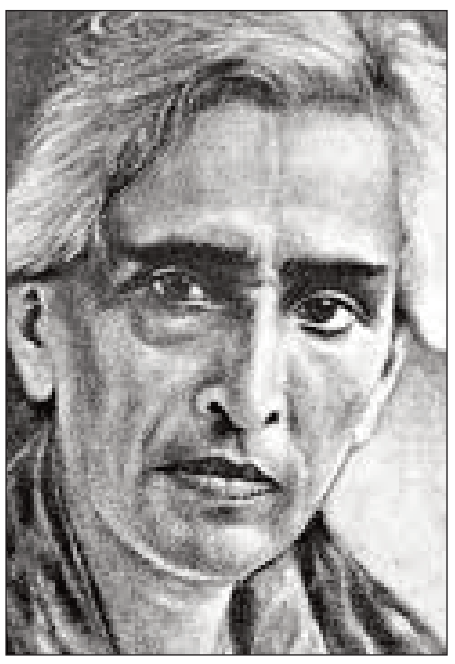

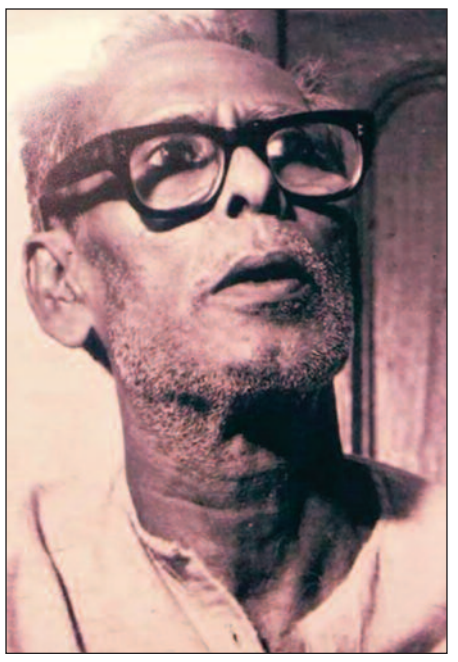

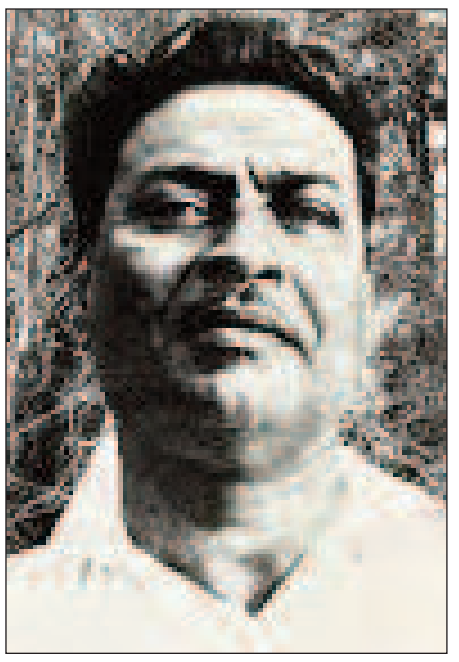

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মতারিখ একত্রিশে ভাদ্র, অনেকেই জানি, ইংরেজিতে মাঝে সাঝে দুএকদিন এদিক ওদিক হলেও ওটা সতেরোই সেপ্টেম্বর। সেদিন যে কবি বিনয় মজুমদারেরও জন্মদিন, খুব বেশি কেউ হয়তো জানি না। জীবনের উপান্তে যখন তাঁকে নানানভাবে সংবর্ধিত করা হচ্ছে, তখন জেনেছি কেউ কেউ। খবরের কাগজের ছবিতে মাল্যভূষিত চেহারায় তাঁর অস্বস্তিটুকু আড়াল করা যায় নি। যে যেভাবেই কবিকে অব্যবস্থিতচিত্ত বলে অভিহিত করুক, আমার কিন্তু তাঁকে দেখে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সুরসিক এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী মানুষ বলে মনে হয়েছে। নইলে, ভুমেন্দ্র গুহ-র সঙ্গে এক বন্ধনীতে তাঁকে যখন রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হল, তখন কি আর মজা করে বলতে পারতেন, পুরস্কারটা হিসেব করেই এক ডাক্তার আর এক ইঞ্জিনিয়ারকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে!

মানুষটি অভিমানী। অচেনা অজানা লোকজনের থেকে প্রবীণ বয়সে অত সংবর্ধনা-টনা মন থেকে পছন্দ করতেন না। আচরণে সে অস্বস্তিটাই প্রকাশ পেতো হয়তো! সহৃদয় হৃদয় সংবেদী তো সব সাহিত্যিকই অল্পবিস্তর; এইখানেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখতে মন চায়। কথাশিল্পী তাঁর যুগে সুপরিচিত, জনগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। স্রেফ কলমের জোরে দুতিনখানি গৃহনির্মাণ, কজন পারেন? অথচ, সে মানুষও ছিলেন অস্থিরমতি। ভালোবাসার কাঙাল।

ভালোবাসার কাঙাল কি নন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়? ইংরেজি হিসেবে তিনি জন্মেছেন বারোই সেপ্টেম্বর। পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারি, বাংলাভাষায় আমার সবচাইতে প্রিয় এই কথাকারকে নিয়ে, সে কথা শেষ হবার নয়। এখানে তো শুধু জন্মতারিখের ধরতাইটুকু রাখতে চাইছি। সাম্প্রতিক সময়ের কবি ও কথাকার মঞ্জুষ দাশগুপ্ত জন্মেছিলেন ১৩ সেপ্টেম্বর। নিজের মুখেই বলতেন, তের সংখ্যাটা না কি আনলাকি, তাই একদিন এগিয়ে বারো করে দিয়েছি সবখানে! একান্তে কিন্তু স্বীকার করতেন, বিভূতি প্রীতিই তাঁর ওই একটি দিন এগিয়ে আনার কারণ!

সাতই সেপ্টেম্বর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে, নব্বই স্পর্শ করতেন এইবছর। তিনি সর্ব অর্থেই জ্যান্ত মানুষ, জীবন্ত কথাশিল্পী। ওদিকে কাল তুমি আলেয়া-র স্রষ্টা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে শতবর্ষ পেরিয়ে গিয়েছেন, তাঁরও জন্মদিন সাতই সেপ্টেম্বর, আমরা কি একেবারেই ভুলে গেলাম? উত্তমকুমার, আরেক ভাদ্রজাতক, বেঁচে রয়েছেন আমাদের ভালোবাসায়। তাঁকে নায়ক ভেবে কতো যে উপন্যাস লিখেছিলেন আশুতোষ একসময়ে, নিজেই তা বলে গিয়েছেন। সব সিনেমা হয়তো সমান উৎরোয় নি, উপন্যাসও সব মনে রাখার মতন নয়। তবু, সময়ের দাবি পালন করার অসামান্য এই দক্ষতা, এমন বিপুল লিখে ওঠার ক্ষমতা, মান্যতা দেবো না একে? আশুতোষ স্বীকার করেছেন, অসুস্থ পুত্রের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে, বিপুল বাণিজ্যিক লেখাজোখায় লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি।

প্রায় একইরকম বাধ্যতার কথা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তো বলেছেন কতবার। এই দেশে, বাংলাভাষার লেখককে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে সবসময়েই লিখে যেতে হয়। নিজের নিভৃত রচনাটি আর লেখা হয়ে ওঠে না পরিস্থিতির চাপে। এত বই লিখে ফেলেছি! অকপটেই তিনি বলতেন,দেখে আমার ভয় করে মাঝে মাঝে...

সুনীল সব্যসাচী। গদ্য এবং কবিতা দুইই লেখার জন্যে তাঁর অনুরাগী তরুণ ও অনতিতরুণ পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা অনেক। তিনিও লোকজন খুব পছন্দ করতেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে দেখতাম একটি কালো গাড়িতে যুগান্তর কাগজের অফিসে যাতায়াত করতে, যখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি। লেখক মানুষটিকে আরও সামনে থেকে দেখব বলে, হালকা ফিচার জমা দেবার ছুতোয় একদিন ওপরে উঠে পড়ি। যুগান্তরের রবিবারের পাতা তিনি সম্পাদনা করতেন। অনেক কেজো লোকজন পরিবৃত অবস্থায় তিনি বড় একটি টেবিলের ওধারে চেয়ারে বসে। অকাজের এই কিশোরকে দেখে বেশ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন জেঠুর মতন মানুষটি।

সম্পাদকের চেয়ারে বসলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব অবশ্য অনেকটাই আলাদা। সবার তিনি সমবয়সী বন্ধু অবশ্যই, কিন্তু নিজের কর্তব্যে খুব সিরিয়াস! পাছে লোকজন আমাকেও ভেবে বসে স্তাবকবৃন্দের একজন, সেই ভয়ে দপ্তরে যেতাম কম। বাড়িতে, বিশেষত রবিবারে তাঁর যখন অবারিত দ্বার, তখন খামোখা কাজের জায়গায় যাবো কেন?

প্রত্যেকটি জন্মদিন, নতুন উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে বাড়ি ফেরার দিন। আমাদের দুজনেরই যে এই একটাই জন্মদিন, অনেকদিন থেকেই তিনি জানতেন। ভোরবেলার প্রথম দর্শনার্থী সেদিন আমিই, তাঁরও তো আজ লেখার তাড়া নেই, আমারও উঠে যাবার তাড়া নেই তাই! বরং দেখা হতে থাকে নানান বয়সি কতরকম মানুষের সঙ্গে। এও তো অনেক বড় প্রাপ্তি! প্রতিটি জন্মদিনেই প্রধানত বইই উপহার পেয়েছি তাঁর থেকে। শেষের দিকে চেহারা কিছুটা ভেঙে আসছিল, কিন্তু ২০১২ সালের জন্মদিনে যখন দেখলাম তাঁর হাতের লেখাটি ছোট হয়ে আসছে, খুব কষ্ট হয়েছিল। আনন্দের অভিজ্ঞতাই অনেক বেশি, সেইসব পরে হবে 'খন। অতি বিখ্যাত মানুষজনের কথা বলতে বলতে, কাছে দূরে অনেকের জন্মদিন বলতে ভুলে যাচ্ছি যে!

'বন্দরে বন্দরে' বইটির জন্য বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক, জনপদবধূর নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে পড়ে? তাঁর জন্ম ৬ সেপ্টেম্বর। কবি অমিতাভ গুপ্ত, এবং সদ্যপ্রয়াত অমিতাভ মৈত্রের জন্ম ৫ তারিখে, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে। ৪ তারিখে, প্রয়াত সোমক দাসকে কিভাবে ভুলি? ওই একই তারিখের জাতক কবি কালীকৃষ্ণ গুহকে নিয়ে আমরা মাতামাতি করতে পারছি, এটি সৌভাগ্যের বিষয়। তিন তারিখের উত্তম তো লেখক নন, তাঁকে টপকে দুই তারিখের জাতক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর উজ্জ্বল কবিতাগুলো দিয়েই মনে রাখা যায়।

পহেলা তারিখটা আরেকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখিকার। হৃদয়ের কথা লেখার সাহস ছিল তাঁরও। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, স্বর্গের কাছাকাছি, এইসব বইয়ের জন্যে তিনি সুপরিচিত, কিন্তু আমার মতন অনেকেরই কাছে তিনি তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস ন হন্যতে'র জন্য হৃদয়ে থেকে যাবেন।

জন্মের তারিখ, নিতান্তই দৈবী ঘটনাক্রম। আমরা কোথা থেকে আসি, কোথায় ফিরে যাই, সে খবর কে রাখে? হৃদয়ের স্পন্দনে যখন বেজে ওঠে কোনও সৃজন, মনে থাকে সেইটুকুই। ভালোবাসার সেই স্পন্দনে মন জেগে উঠলে, যা জানাতে ইচ্ছে করে, বললাম তারই একটুখানি!

নারীদের ওপর হওয়া শারীরিক নির্যাতনে সমাজে প্রকৃত ব্যথিত যারা

শুভজিৎ বসাক

মানুষের বিশেষ করে সমস্ত ছেলেদের একবার, কিছুবার সোনাগাছি বা যৌনপল্লীর পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করা ভালো। হয়তো এই যৌনপল্লীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে একটা লজ্জা বা ভয় করতেই পারে, তবে সেটা অনেকটা মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সেই গন্ধ নাকে আসা প্রকৃতির মত অর্থাৎ এতে যেমন ক্ষিদে মেটে না সেভাবেই সেই পল্লীর পাশ দিয়ে গেলে কারও জাত যায় না। একথা তো অনস্বীকার্য, পতিতাপল্লীর মাটি না পেলে হিন্দুদের প্রধান উৎসব উমাপুজোও অসম্পূর্ণ যাকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয় পশ্চিমবঙ্গে।

আমার ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠা শোভাবাজার সংলগ্ন এলাকায়। শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের ছাত্র আমি। দাদুর বাড়িও ছিল শ্যামপুকুর বাটির কাছেই। সেই পল্লীতে প্রবেশ না করলেও ওদের নিজের চোখে দেখে বড় হয়েছি। কখনও রাস্তায় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে তো কেউ আবার দেনাপাওনা আদায় করা নিয়ে ব্যস্ত আছে। স্কুলের অনতি দূরে লালমন্দিরকে একটু পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেই ওর গলিতে গলিতে এই পল্লীর শাখাপ্রশাখা। এশিয়ার সবচেয়ে বড় যৌনপল্লী নামে খ্যাত এই অঞ্চল। মজার কথা হল, মাধ্যমিক পরীক্ষায় গরনহাটার কাছে যে স্কুলে সিট পড়েছিল তার থেকে পায়ে হাঁটা দূরেই ছিল সেই পল্লীর একটি অংশ। তার পাশ দিয়ে বা বলা ভালো ওদের একদম গা ঘেঁষে যখন পরীক্ষা দিতে যেতাম ওরা মুখে পাওডার, লিপস্টিক মেখে, চোখে কাজল পরে কেউ সায়া, ব্লাউজ আবার কেউ ফিনফিনে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকতো ঝুল বারান্দা বা রাস্তার ওপরে। শুধু কি তাই? কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন চত্বরে সন্ধ্যা থেকেই সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে তারা শুধুমাত্র পেশার ভিত্তিতে। জীবনে ভীষণ শখ বা ইচ্ছা ওদের জীবন নিয়ে কাজ করার, তারজন্য প্রয়োজন অন্দরে প্রবেশ। সেটা হয়নি ঠিকই, কিন্তু অজানা হয়নি সেটা ভুল। নানারকম তথ্য ও কিছু সূত্রে জানা যায় যে বড্ড তাড়াতাড়ি ওদের বড় করে তোলা হয়, অনেকেই যৌবন পেরোতে না পেরোতেই মারা যায় স্তন, জরায়ু ক্যান্সারে বা আরও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে। বাইরে থেকে ওদের সাজটাই দেখা যায়, ভিতরের জীবন ওদের কখনোই সুখের নয়। ওরা ঠোঁটে ঠোঁট দিতে দেয় না। ভালোবাসার অন্যতম সংজ্ঞা হল, স্পর্শ। ওরা যে স্পর্শ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সমাজে যৌন চাহিদা মেটানোর কাজে নেমেছে সেই স্পর্শে মাততে চায় না। তাই যে স্পর্শ মানবিক নয়, ভালোবাসার নয়, রূপকথার নয়, শুধুই কামবৃত্তিকে স্থির করার রসদে পরিপূর্ণ অর্থাৎ যোনিদ্বার আর পুরুষাঙ্গের সঙ্গম, যাতে মন লাগে না, ভালোবাসা প্রয়োজন নেই, তাৎক্ষণিক উত্তেজনার বিসর্জন ঘটে সেটুকুই ওরা দেয়। তবুও প্রতিটা উত্তেজক মুহূর্তে ওরা আবেগপ্রবণ হয়, মুখের সামনে ভেসে ওঠে হারিয়ে যাওয়া সময়গুলোর কথা, অসীম শূন্যতার কথা ওই অল্প আলো, বাস অযোগ্য ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে।

ওরা সমাজের নাড়ি বোঝে। মুটে, রিক্সাওয়ালা থেকে উচ্চ-নিম্ন মধ্যবিত্তের মানুষজন থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত সকলের জন্যই নিজেদেরকে ভাগ করে রাখে। সেই অনুযায়ী মূল্যও ধার্য করা আছে তাদের। কাম উত্তেজনা এক প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা কিন্তু উত্তরোত্তর কামোত্তেজনা মানসিক ব্যাধির লক্ষণ, ওরা সেটাও বোঝে এবং সেভাবে নিজেদেরও তৈরি রাখে অর্থাৎ সমাজের অমৃত ও বিষের খোঁজ তাদের অজানা নয়।

সম্প্রতি কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে বিকৃত যৌন নির্যাতন করে তাকে নৃশংসভাবে মারা হয়েছে, সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছে যৌনপল্লীর এই মানুষগুলো যারা সমাজের বিষ গিলতে ভাগ্যের ফেরে এই নির্মম পেশায় যুক্ত আছে, যাদের ছাড়া হিন্দুধর্মের প্রধান উৎসব দুর্গাপুজো অসম্পূর্ণ তারা সেই চিকিৎসকের হত্যা মানতে পারেনি। তারা জানে তাদের জীবনের গতিবেগ, কিন্তু একজন চিকিৎসক সমাজকে নতুন গতিবেগের খোঁজ দিতে বদ্ধপরিকর। যে সমাজের বিষ গেলার জন্য তারা বর্তমান, সেই সমাজে যৌন নির্যাতন বা বিকৃত কামের নেশায় হত্যা তারা যেন মানতে পারছে না।

সবশেষে বলতে হয়, জীবনে আর কিছু শিখেছি আর না শিখেছি ছোট থেকে এমন মানুষদের প্রচ্ছন্ন পরিসরে বড় হয়ে অযাচিত, বিকৃত কামের বৃদ্ধি হয়নি। কোনও মেয়ে দেখলে কামে আসক্তি আসে না, প্যান্ট কামরসের ফোয়ারায় চ্যাটচ্যাটে হয়ে ওঠে না। এইসব অভ্যাসে টিকে থাকতে থাকতে একটা সমস্যা হয়েছে, মেয়েদের প্রতি সম্মান টিকে আছে, মেয়েদের কিভাবে প্রেম নিবেদন করতে হয় বলতে ইতস্তত বোধ হয়, তাদের সামনে চোখ আপনা হতেই আলুথালু ভাব দেখে বা সচ্ছল থাকলেও সরাসরি চোখে চোখ রাখতে লজ্জা হয়, জীবনে কিছু মেয়েকে স্কুল জীবনে ও কর্মজীবনের কিছু পর্বে অপরিণত প্রেমভাব নিয়ে তাকে জাহির করতে গিয়ে উদ্যম ছোটবড় কথা মুখ বুজে হজম করেছি, রীতিমতো ঘাড় ধাক্কা যাকে বলে। যে কালীমূর্তিকে দেখলে বুকের ভিতরটা মানুষের ছ্যাঁত করে ওঠে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে নিজের মধ্যে যেন এক আবেশ কাজ করে, ভয়ডর লাগে না বরং মন আকর্ষণ করে তাঁকে। এসবের মধ্যে মনে একটাই প্রশান্তি জুড়ে থাকে যে মেয়ে দেখলে ধর্ষক হতে পারব না এই জীবনে অন্তত। তা বলে এটা নয় যে সমকামী বা টেস্টোস্টেরন ক্ষরণে ব্যাঘাত আছে। জীবনে এই অল্প মুহূর্তে এক চরম বাস্তব শিক্ষা যা না পেলে একদমই অসম্পূর্ণ থাকতো জীবন, যে জীবনের জন্য মানুষ প্রেমিকার চোখ, মুখ, স্পর্শের অভিব্যক্তি খোঁজে সেই শিক্ষা পাঠ হয়ে এসেছে ব্যক্তিগত জীবনে তাই যাকে ভালবাসব বা কপালে থাকে তাহলে তাকে বাস্তব শিক্ষার আঁচ থেকে জানা উপলব্ধিতে বাসব, আজ সেটা বুঝি তাই যৌবনের মাঝপর্বে এসেও ভালোবাসা নামক সম্পর্ক নিয়ে কাউকে দেখাদেখি হটকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি, এটা উপলব্ধিতে বসে আছে। এর পুরো কৃতিত্ব ছেলেবেলা থেকে বড় হয়ে ওঠা এমন এক পরিবেশ যেখানে অভ্যাস করানো হয় ইন্দ্রিয়কে সংযম করার, অবশেষে তার পথ চেনা হয়েছে, একজন ধর্ষক সমাজ কম পেয়েছে।

আনন্দকথা

ওইটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া; আর সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না। (সকলের হাস্য)

"আরও এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিছিল; — ব্রহ্মচারী বললে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দনগাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে, তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দনগাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি। আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তারপর কেবল হীরা, মাণিক। ই সব লয়ে একেবারে আণ্ডিল হয়ে গেল।

"নিষ্কামকর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।" (সকলে নিঃশব্দ)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু

সকলে অবাক ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজমিস্ত্রির কাজের সুযোগ নিয়ে নাবালিকাকে বারবার ধর্ষণ ও তার জেরে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনায় ঐতিহাসিক রায় দিল আরামবাগ মহকুমা আদালত। আজীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত।

জানা গিয়েছে, গত ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে আরামবাগের রামনগর গ্রামের বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা ওই নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে গোঘাট থানা এলাকার সুন্দরপুর থেকে সানাউল্লা খা নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল আরামবাগ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি নির্যাতিতার আত্মীয়। সেই সুযোগে নির্যাতিতার বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিল সে। এই সুযোগে বিভিন্ন সময় বারবার ওই নির্যাতিতাকে ধর্ষণ করে সে। আতঙ্কে প্রথমে ঘটনার কথা লুকিয়ে রাখলেও, এর জেরেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। এরপরেই আরামবাগ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই নাবালিকা। আরামবাগ মহকুমা আদালতে প্রায় ৩ বছর ধরে বিচারপ্রক্রিয়া চলার পর অবশেষে এদিন ধৃতকে দোষীসাব্যস্ত করা হয়। বিচারপতি কিষান আগরওয়াল ধৃতকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। এছাড়াও দশ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ওই টাকাটি পাবেন নির্যাতিতা মহিলা। এর পাশাপাশি ওই নির্যাতিতাকে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক। দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াইয়ে বিচার পেয়ে স্বভাবতই স্বস্তিতে নির্যাতিতা ও ওই নাবালিকা ও তার পরিবারের লোকজন। এই বিষয়ে সরকারি পক্ষের আইনজীবী বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, এই মামলার রায়ে বলা হয়েছে, আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। আসামি নাবালিকার বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে লোকজন ছিল না, সেই সুযোগে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। পকসো আইনে মামলা হয়। আসামির নাম সানাউল্লা খান। অপরদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় জানান, যতদিন বাঁচবেন ততদিন কারাদণ্ড দিয়েছেন মহামান্য বিচারক। এই কোর্টে রায় ঘোষণা হয়েছে। তবে হাইকোর্টে আবারও আবেদন করা হবে। নির্যাতিতা নাবালিকার মা বলেন, শাস্তি হয়েছে। মেয়ের সঙ্গে যে অত্যাচার হয়েছে তার সাজা হল আরামবাগ কোর্টে।

কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট কোচিং ক্যাম্প ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট কোচিং ক্যাম্প ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ (অনূর্ধ্ব ১২) আগামী ৫, ৬ এবং ৭ সেপ্টেম্বর শুরু হতে চলেছে কৃষ্ণনগর ডিএল রায় ডিস্ট্রিক্ট স্টেডিয়ামে। এই টুর্নামেন্টে সহযোগিতা করবে আইডিয়াস আনলিমিটেড স্পোর্টস নামে একটি ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ। এই টুর্নামেন্টে জেলার বিভিন্ন জোন থেকে মোট ১৬টি দল অংশ নেবে।

নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অধীন ১৬ জোনাল কমিটির এলাকা থেকে চ্যাম্পিয়ন ১৬টি টিম এই টুর্নামেন্টে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলবে। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর বিকেল তিনটের সময় ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল খেলার পর চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স টিমকে ট্রফি উপহার দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী সমস্ত দলকে ক্রীড়া সরঞ্জাম দেওয়া হবে।

এদিন নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক মণ্ডল জানান, আগামী প্রজন্মকে মাঠ মুখি করার উদ্যোগ নিয়ে এবং নতুন প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরীর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। অন্যদিকে সহযোগী সংস্থার পক্ষে সঞ্জয় শ্রীবাস্তব বলেন, 'আমরা চাই ভবিষ্যতে প্রতিভাবান খেলোয়াড় নির্বাচন করে তাকে এই টুর্নামেন্টে থেকেই। সেই কারণে আমরা সহযোগী হিসেবে যেমন আছি আগামী দিনে ফুটবলের প্রসারের লক্ষ্যে যা যা করণীয় তা করার চেষ্টা করব।'

মেদিনীপুর মেডিক্যালে ছাত্র পরিষদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ- হাসপাতালের প্রিন্সিপালকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলা ছাত্র পরিষদ সভাপতি

অনুপম ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ মিশ্র, সেক সাদ্দাম হোসেন, জেলা যুব কংগ্রেস নেতা সুহাশিস পাত্র, মির্জা আকিব বেগ, নুরুল হোদা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা অধ্যক্ষের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।

ছাত্র পরিষদের দাবি গুলি ছিল, মেডিক্যাল কলেজে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে। পুরো কলেজে এবং হাসপাতাল সিসি টিভি ক্যামেরার আওতায় আনতে হবে। হস্টেলে প্রাক্তনীদের প্রবেশ আটকাতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে র‌্যাগিং বন্ধের পাশাপাশি আন্দোলনরত ডাক্তারদের ওপর যাতে কোনও রকম সরকারি হেনস্থা না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। রাতে কর্মরত ডাক্তারদের নিরাপত্তা এবং মহিলা ডাক্তারদের জন্য আলাদা সুরক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর করন বাদুড়িয়া

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে আগামী ২/৯/২০২৪ তারিখ থেকে ১১/৯/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বাদুড়িয়া ব্লকের প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে বিশদে জানবার জন্য নিকটবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বাদুড়িয়া উত্তর ২৪ পরগনা

দিঘাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম - পোস্ট- দিঘাড়ী,
থানা- গোপালনগর,
জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা,
পিন- ৭৪৩২৯০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী 02/09/2024 থেকে 11/09/2024 পর্যন্ত জেলার প্রত্যেকটি গ্রাম এবং শহরে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার জরিপ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগন বিস্তারিত জানার জন্য দিঘাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্বাঃ প্রধান,
দিঘাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত

কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

পিসমায়ার সেলস প্রা লি (CIN : U51100WB1994PTC066447), রেজিস্টার্ড অফিস ৭৫ডি, শোভা বাজার স্ট্রিট, আহিরিটোলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০৫ সম্পর্কিত

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "ওড়িশা রাজ্যে"** স্থানান্তর নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যে কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ **রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **চৌদ্দ (১৪) দিনের** মধ্যে পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

পিসমায়ার সেলস প্রা লি'এর পক্ষে
স্বা/-
অশোক কুমার নায়ক
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৪ — ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা — ডিন : ০৭৯৬৯৬১৯

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

সার্কেল SASTRA মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **অদিতি সিংহ** পিতা অচিন কুমর সিংহ **এবং যুথিকা সিংহ** স্বামী অদিতি সিংহ খ) **লালগোলা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা: কার্তিকপুর, জেএল নং ৭৬, সাবেক প্লট নং ৪৪৫, হাল প্লট নং ৫৭০, পুরানো খতিয়ান নং ২২, বর্তমান খতিয়ান নং ২২৮১, ২২৮৪, এরিয়া পরিমাণ (২.৭৫-১.৫) সমপরিমাণ ৪.২৫ ডেসিমেল, রামচন্দ্রপুর পুরসভা অধীন, থানা : লালগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, দান দলিল নং ১৯২০-২০১১ সালের এবং ৭৮৫৫-২০১৪ সালের স্বত্বাধিকারীর নাম অদিতি সিংহ এবং যুথিকা সিংহ যথাক্রমে, উভয়ের দলিল রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, ভগবানগোলা। **স্বত্বাধিকারী : ১. অদিতি সিংহ,** পিতা অচিন কুমার সিংহ, **২. যুথিকা সিংহ,** স্বামী অদিতি সিংহ, গ্রাম : ডুমুরিয়া পাড়া, পো : বাঁশগাড়া, থানা : লালগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ,পিন : ৭৪২১৪৮। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জীবন সিংহ এর জমি, দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : খালি জমি।	ক) ০২.০৫.২০২৪ খ) ৩১.০৮.২০২৪ গ) ৪,০০,৫১৬.৪৪ টাকা (চার লাখ পাঁচশ ষোলো টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) টাকা ৩০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত

তারিখ : ৩১.০৮.২০২৪
স্থান : লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

কোড নং- ১৫৭৪৫ জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা- ৭০০০৫৪

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্ন বর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ-কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্ন বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত অর্থ এবং আরও সুদ, ব্যয় চার্জ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং.	১) ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা ২) অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	১) **ঋণগ্রহীতা: রুমা পাবলিকেশন স্বত্বাধিকারী: অরিজিৎ অধিকারী এবং সমীর অধিকারী, ঠিকানা-** ১০৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, পিন- ৭০০০০৯। ২) অ্যাকাউন্ট নং: **৩০৬৯৮২৫৯৪৮৯ (সিসি)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০১ কাঠা ০২ ছটাক ৩০ বর্গফুট বা ১.৯২ ডেসিমেল,সমপরিমাণ ৮৪০ বর্গফুট কমবেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ পুরানো পাকা ভবন এক ঘর এবং অর্ধেক অংশ ঘরের বারান্দা সহ অবস্থিত মৌজা :ফিঙ্গাপাড়া,জেএল নং ০৩, আরএস নং ১৫, তৌজি নং ১১৯৩, আরএস খতিয়ান নং ১৫২/২৮৯, আরএস দাগ নং ৩১/৫৩৯, থানা : জগদ্দল, ওয়ার্ড নং ০৬, হোল্ডিং নম ১০১, পদ্মপুকুর রোড, ভাটপাড়া পুরসভা অধীন,এডিএসআর : নৈহাটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪২০ -১৯৯৭ । **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বঙ্কিম চন্দ্র অধিকারীর সম্পত্তি, দক্ষিণে : পদ্মপুকুর রোড, পূর্বে : পদ্মপুকুর শাখা রোড, পশ্চিমে: ১৫ ফুট সাধারণ চলার পথ। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী সমীর অধিকারী।**	ক) ০২.০৯.২০২৪ খ) ০৬.০৬.২০২৪ গ) ৭,২১,৬৫৯.০০ টাকা (সাত লক্ষ একুশ হাজার ছয়শো উনষাট টাকা মাত্র) ০৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ, খরচ ইত্যাদি।
২.	১) **ঋণগ্রহীতা: নির্মলা লাইব্রেরি স্বত্বাধিকারী: শুভেন্দ্রনাথ রায়, ঠিকানা-** ৭, স্কট লেন, রাজকুমার চক্রবর্তী সরণি, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯ ২) অ্যাকাউন্ট নং: **৩০৭৩৩৪৭৭৫৯০ (সিসি)**	দোকান ঘর নং ১, ২ এবং ৩ একতলায় (সকল ঘরগুলিই সংলগ্ন) জি-৪ তলা বাণিজ্যিক তথা বসবাসের ভবনে এরিয়া ৪৪১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দোকান ঘর উল্লেখ্য নং ১ উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১০৯৯৯-২০০৬ সালের পূর্ব দিকে একতলায় পরিমাণ আনুমানিক ১৬৬.৪ বর্গফুট দোকান ঘর উল্লেখ্য নং ২ উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১১০০২-২০০৬ সালের পূর্ব দিকে একতলায় পরিমাণ আনুমানিক ১৬৬.৪ বর্গফুট এবং দোকান ঘর উল্লেখ্য নং ৩ উল্লেখ্য রেজি বিক্রয় দলিল নং ০০০১৩ -২০০৯ সালের, উত্তর পূর্ব কোনে একতলায়, পরিমাণ ১০৮.২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহএবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাণ ৭ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ প্রেমিসেস নং ২, ডা. অমল রায় চৌধুরী লেন, কলকাতা : ৭০০০০৯,থানা : মুচিপাড়া, জেলা : কলকাতা, ওয়ার্ড নং ৪৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, এআরএ -২ কলকাতা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রাজ কুমার চক্রবর্তী সরণি, দক্ষিণে : ১/১, ডা.অমল রায় চৌধুরী লেন, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৫, রাজ কুমার চক্রবর্তী লেন, পশ্চিমে : ডা. অমল রায় চৌধুরী লেন। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শুভেন্দ্রনাথ রায়।**	ক) ২৯.০৮.২০২৪ খ) ০৭.০৬.২০২৪ গ) ৩৬,৩৭,১৯৪.০০ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার একশো চুরানব্বই টাকা মাত্র) ০৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ, খরচ ইত্যাদি।
৩.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স গণেশ টিম্বার, স্বত্বাধিকারী: সুব্রত সরকার, পিতা- মধুসূদন সরকার ঠিকানা-** ৬৩, মুচিপাড়া, কেজিআর পাথ, জোড়ামন্দির, পোস্ট- কাঁচরাপাড়া,থানা- বিজপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৪৫ ২) অ্যাকাউন্ট নং: **৩০৩২৩১৭০৯১৬ (সিসি) ৪০২৫৬৭৫৮৮২৭ (সিসি)**	ক) দলিল নং ১-১৩২৬ তারিখ ২৪.০২.১৯৮৮, খ) দলিল নং ১-১৬৮১ তারিখ ১৪.০৩.১৯৮৮, গ) দলিল নং ১-১৭৬১-তারিখ ১৭.০৩.১৯৮৮ এবং ঘ) দলিল নং ১-৩২৫৬ তারিখ ২৬.০৫.১৯৮৮। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ১০.০৫ ডেসিমেল (ক-খ - গ-ঘ) কমবেশি নির্মাণ সহঅবস্থিত মৌজা : বহিরবাগ, জেএল নং ০২, আরএস নং ৩৫, তৌজি নং ২৪৬২/২৪৬৩, এলআর দাগ নং ১২৩, এলআর খতিয়ান নং ৩০, হোল্ডিং নং ২৮, থানা: বীজপুর, মুচিপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৩, কাঁচড়াপাড়া পুরসভা অধীন, এডিএসআরও : নৈহাটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৫। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কবি গুরু রবীন্দ্র পথ, দক্ষিণে: মোকি বসাকের সম্পত্তি,পূর্বে : বৈদ্যনাথ বসাকের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সুব্রত সরকার।**	ক) ০৩.০৯.২০২৪ খ) ০৬.০৬.২০২৪ গ) ১৮,৫৩,৯১১.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ তিপান্ন হাজার নয়শো এগারো টাকা মাত্র) ০৬.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ, খরচ ইত্যাদি।
৪.	**ঋণগ্রহীতা: জয় বাবা লোকনাথ বিল্ডার্স, স্বত্বাধিকারী: স্বপন সমাদ্দার পিতা- হীরালাল সমাদ্দার, ঠিকানা-** কাদিহাটি, গাঁটি, গঙ্গানগর, কলকাতা- ৭০০১৩২ ২) অ্যাকাউন্ট নং: **৩৬০১৪৪৮৯২১৬ (সিসি) ৪০২২৬৪৩৬৪৭৫ (এফআইটিএল) ৪০২২৬৫২২৪৩৪ (ডব্লিউসিটিএল)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৪ কাঠা কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কাদিহাটি ,জেএল নং ১২। তৌজি নং ৬৩, আরএস নং ১৩০, আরএস খতিযান নং ৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৫/১, আরএস দাগ নং ৯৬, এলআর দাগ নং ৪০২, উত্তর দমদম পুরসভা অধীন, থানা : এয়ারপোর্ট , এডিএসআরও : বিধাননগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ দলিল নং ৭১৯৭-১৯৯৫। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী স্বপন সমাদ্দার, শ্রী রতন সমাদ্দার,এবং শ্রী বলাই সমাদ্দার।** **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : অংশ আরএস দাগ নং ৯৬, দক্ষিণে : অংশ আরএস দাগ নং ৯৬,পশ্চিমে : পুরসভা সড়ক।	ক) ২৯.০৮.২০২৪ খ) ০২.০৫.২০২৪ গ) ৩০,৮৯,৩৩৪.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার তিনশো চৌত্রিশ টাকা মাত্র) ০২.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ, খরচ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য- দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৪
স্থান: বিধাননগর
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩ ই-মেল Z715@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত সম্পত্তির অবস্থান	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
ক) **শ্রী সত্যব্রত রায়** (ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী রামকৃষ্ণ রায়, ১৭৮/১/১, এন এস রোড (উত্তর), চণ্ডীতলা, পো : এমজি কলোনি, থানা : ভদ্রেশ্বর, হুগলি : ৭১২১৩৯, পব। খ) **শাখা : সারদাপল্লি**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ০.০২ একর, অবস্থিত মোজা : ভদ্রেশ্বর, জেএল নং ১২, আরএস খতিয়ান নং ২১০১, এলআর খতিয়ান নং ৭০০২, আরএস দাগ নং ৫১৫, এলআর দাগ নং ৫০৮, দান দলিল নং ২০২০-২০১১ সালের তারিখ ০৩.০৮.২০১১, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ৩৫৮২ থেকে ৩৫৯৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চন্দননগর, হুগলি, ভদ্রেশ্বর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩ অধীন, এন এস রেডা চণ্ডীতলা, হোল্ডিং নং ১৭৮/১, পো : ভদ্রেশ্বর, জেলা : হুগলি, স্বত্বাধিকারী শ্রী সত্যব্রত রায়। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : **উত্তরে :** অংশত ছোটনলাল রায়, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **পূর্বে :** লক্ষ্মী রানি রায়ের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক।	**১৭,৪৭,৬১২.০০ টাকা** (সতের লাখ সাতচল্লিশ হাজার ছশো বারো টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ০৩.০৯.২০২৪ **অনুযায়ী, ০৪.০৯.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১২,০০,০০০ টাকা খ) ১,২০,০০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) **IDIB50399567472** ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মো: ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) ২. সিদ্ধার্থ দাস, শাখা প্রবন্ধক (মো : ৮৬২০৯৫৭৮৩০)

তারিখ : ০৩.০৯.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AKAIPUR GRAM PANCHAYAT

Vill. & P.O.: Akaipur,
Block: Bongaon,
P.S Gopalnagar,
Dist: North 24 Parganas

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী 02/09/2024 তারিখ থেকে 11/09/2024 তারিখ পর্যন্ত জেলার প্রত্যেকটি গ্রাম এবং শহরে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগন এই বিষয়ে বিশদে জানবার জন্য আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্বাঃ প্রধান,
আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

কৃষ্টিপ্রহরী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং-৫৫৯(এন),তাং-০৫.০৪.১৯৬৮
গ্রাম--রানীনগর,পোঃ--গোপীনাথপুর, ব্লক-তেহট্ট ২নং,থানা--পলাশীপাড়া, জেলা-নদিয়া

: খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি :

এতদ্বারা কৃষ্টিপ্রহরী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:-এর সমস্ত সদস্য,সদস্যাগনকে জানাইতেছি যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সহিত নির্বাচনক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা (সমিতির জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি) অদ্য ইংরেজি ০৪.০৯.২০২৪ তারিখে সংযোজিত হইয়া প্রকাশিত হইলো (সমিতির নোটিশ বোর্ডে) যাহা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হইবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিতভাবে ইং ০৯.০৯.২০২৪ ও ইং ১০.০৯.২০২৪ তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারিবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং ১৮.০৯.২০২৪ তারিখে সকাল ১১ থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হইবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদনকারীকে তাহার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা(Final Electoral Roll) আগামী ইং ২৪.০৯.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হইবে এবং উক্ত তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো হইবে।

বি:দ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
কৃষ্টিপ্রহরী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়
ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রী মিলন দাস,** পিতা গোলক দাস, ৩৮/১৭৯ শরৎ সরণি, ৫ম গলি, রিষড়া, পো : মোড়পুকুর, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, পব। ৭১২২৫০। **শাখা : কোন্নগর।**	০৪.০৫.২০২৪ এবং ০৩.০৯.২০২৪	৪,৬৬,০৫৪.০০ টাকা (চার লাখ ছেষট্টি হাজার চুয়ান্ন টাকা) ০৪.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৫.০৫.২০২৪ থেকে উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ২বিএইচকে ফ্ল্যাট পরিমাণ ৪৮৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) নং ৪০২, ৫মতলে, নির্মিত ভবনে বাস্তু জমি এরিয়া ৮ কাঠা , এলওপি নং ২১৯, ২২০, সিএস প্লট নং ১৮০৪, আরএস দাগ নং ৮০২১, ৮০২৪, খতিয়ান নং ৩৪৩৩, এলআরদাগনং ১২৫১৫, ১২৫১৬,এলআর খতিয়ান নং ৯৮৭৭, ১৯৮৯৯, ১৯৯০২, ২০০৯৭, ৮৪২৫, জেএল নং ২৭, মৌজা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, ওয়ার্ড নং ১৬, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩/২২০/৬, ডা. বি সি রায় সরণি, ৫ম লেন, পো : মোড়পুকুর, থানা : রিষড়া, হুগলি, স্বত্বাধিকারীর নাম মিলন দাস।

তারিখ : ০৩.০৯.২০২৪, স্থান : মোরেপুকুর — স্বা/ -অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিপুর শাখা — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

৭৮, নেতাজি সুভাষ রোড, পো-শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া
পব, পিন - ৭৪১৪০৪, ফোন - ৩৪৭২-২৭৮০৪৩ ই-মেল - sbi.00176@sbi.co.in

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিপুর শাখা, রিজিওনাল অফিস - কৃষ্ণনগর** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নেউল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্তদের কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এবং ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্টএর সেকশন ১৩(৪) ধারা অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত অর্থ ও তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিপুর শাখা** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখল নোটিশের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) শ্রী মহাদেব ঘোষ** পিতা হারেন্দ্র ঘোষ, **ঠিকানা :** গ্রাম : রঘুনাথপুর, পো : হরিপুর, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪। **এ/সি নং : ৩০৭৪৫২৪০০২৩ (এইচবিএল)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১১.৪২ শতক, অবস্থিত মৌজা : বাগানচারা, জেএল নং ১২, প্লট নং ৬৭৩,এলআর খ তিয়ান নং ৪৮১, পরগনা : উখড়া, হাল তৌজি নং ০৯, গ্রাম : রঘুনাথপুর, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,পো : হরিপুর, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন ৭৪১৪০৪ পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মদন ঘোষের ভবন,দক্ষিণে : তপন সরকারের ভবন, পূর্বে : জয়দেব পালের ভবন, পশ্চিমে : পঞ্চায়েত সড়ক এবং নব কুমার মন্ডলের ভবন। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী মহাদেব ঘোষ, পিতা হরেন্দ্র ঘোষ।**	ক) ০৩.০৯.২০২৪ খ) ২২.০৩.২০২৪ গ) ২,৪৩,৩৭৭.০০ টাকা (দুই লাখ তেতাল্লিশ হাজার তিনশ সাতাত্তর টাকা) ২০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৫.০৪.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ
২	**ক) শ্রী সুশান্ত দাস খ) শ্রী খোকন দাস গ) শ্রী সুব্রত দাস সকলের ঠিকানা :** বাগানচারা মাঝের পাড়া, পো : বাগানচারা, থানা :শান্তিপুর, জেলা :নদিয়া,পিন : ৭৪১৪০৪। **এ/সি নং ৩০৬৬৬৬০৬০৬৭**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ মৌজা : বাগানচারা, জেএল নং ১২, আরএস প্লট নং ২২১, এলআর নং ৩৫৩, এলআর খ তিয়ান নং ৩৬৯, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৮২২, ১৮২৩, ১৮২৪, পরগনা: উখড়া, হাল তৌজি নং ০৯, গ্রাম : বাগানচারা, মাঝের পাড়া, বাগানচারা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : বাগানচারা, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বাগানচারা ভালুকা পিডব্লুডি রোড, দক্ষিণে :মালিকের জমি, পূর্বে : গোপাল গরাইয়ের জমি, পশ্চিমে : গোবিন্দ বাগের জমি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী সুশান্ত দাস, শ্রী খোকন দাস, শ্রী সুব্রত দাস।**	ক) ০৩.০৯.২০২৪ খ) ০৩.০৭.২০২৪ গ) ২,৫১,১৩৯.০০ টাকা (দুই লাখ একান্ন হাজার একশ উনচল্লিশ টাকা) ৩০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০১.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৩.০৯.২০২৪
স্থান - শান্তিপুর
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই শান্তিপুর শাখা

DAMODAR VALLEY CORPORATION

DVC TOWERS, VIP ROAD, KOLKATA – 700054

Gist of Annual Performance Review (APR) Application for the Year 2021-22

1. Damodar Valley Corporation (DVC) has made an application before the West Bengal Electricity Regulatory Commission (the Commission) for Annual Performance Review (APR) for the year 2021-22 vide communication dated 28.06.2024 received on 01.07.2024. The APR application dated 28.06.2024 has been admitted by the Commission in Case No.: APR - 125/24-25.
2. The gist of APR application is as follows:
   - **(i)** In compliance to the directive of Hon'ble West Bengal Electricity Regulatory Commission vide its order dated 07.03.2024, DVC has filed this application on 28.06.2024
   - **(ii)** The Actual Aggregate Revenue for the ensuing years of the control period are as follows: For Distribution Licensee:

(Rs in lakh)

Particulars	Amount
Actual Aggregate Revenue Requirement	5,20,837.99
Revenue Billed to the Firm Consumers other than licenses (WBSEDCL and IPCL) in West Bengal at Current Tariff approved by this commission vide tariff order dated 07.03.2024	4,87,976.45
Revenue Recovered from WBSEDCL	22,785.05
Revenue Recovered from IPCL	4,357.48

   - **(iii) Major reasons for increase /decrease in average cost of supply is given in text petition:**
     - a) Computation of ARR considering the Tariff Order of CERC for 2019-24 period i.r.o. generating stations and T&D System of DVC.
     - b) Power Purchase cost has been considered at actual.
     - c) Energy Charge is considered at actual.
   - **(iv) Major factor not considered in the above increase/decrease sought:** True-Up orders i.r.o. of Generating Stations and T&D Network of DVC for the period 2019-24 to be issued by CERC.
   - **(v) Details of major changes proposed regarding applicable terms & conditions:** Not applicable
   - **(vi) Any other important issue:**
     - a) DVC in the instant petition has submitted the Revenue i.r.o. consumers other than the Licensees based on the revised bills raised in accordance with the Tariff Order dated 17.06.2022. However, due to stay imposed vide order dated 06.06.2022, 15.06.2022 and 23.11.2022 by Hon'ble APTEL, Hon'ble High Court of Calcutta and Hon'ble Supreme Court of India; DVC could not recover the entire arrear amount billed to the consumers barring from a very few consumers. The Revenue billed to consumers after issuance of the Tariff order dated 17.06.2022 as submitted in the instant petition is subjected to change based on the final outcome of the relevant cases pending before Hon'ble APTEL and Hon'ble Calcutta High Court.
     - b) No separate Tariff for Licensees (i.e. WBSEDCL and IPCL) was determined vide order dated 17.06.2022. Therefore, the revenue recovered from WBSEDCL and IPCL has been submitted in the instant petition based on the same methodology adopted in the APR order dated 18.09.2023, 11.12.2023 and 11.01.2024.
3. APR application submitted by Damodar Valley Corporation may be inspected at the office of the Commission at Plot No: AH/5 (2nd Floor & 4th Floor) Premises No: MAR 16-1111, Action Area - 1A, Newtown, Rajarhat, Kolkata -700163 [Telephone No. (033) 2962-3756 and Fax (033) 2962-3757, e-mail: **cp-wberc@gov.in**] and certified copies of the application or part thereof may also be obtained from the office of the Commission following the procedures as laid down in West Bengal Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2013, during the office hours (11 AM to 5 PM) on all working days up to 1 (one) day before the last date of submission of suggestion and objections.
4. The APR application has been posted on the website of the applicant at **www.dvc.gov.in.**
5. The suggestions, objection and comments, if any, on the proposals contained in the APR application shall be submitted at the office of the Commission mentioned above during the office hours (11 AM to 5 PM) on all working days within 21 (twenty one) days from the date of publication (including the date of publication) of this notice in the newspapers.
6. The gist has been published with the approval of the Commission.

Place: Kolkata
Date: 03.09.2024
Subrata Ganguly
Sr. General Manager (Commercial)
(INF&PR/66/Comml/24-25)

আরজি কর ও বংশীহারীতে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের চেষ্টার অভিযোগে থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আরজি কর কাণ্ড ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারীতে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার ঘটনার প্রতিবাদে বালুরঘাট থানা ঘেরাও সিপিএমের। মঙ্গলবার বালুরঘাট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন শতাধিক সিপিএম কর্মী ও সমর্থক।

এদিন বালুরঘাটে অবস্থিত আরএসপির জেলা কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিল গোটা শহর পরিক্রমা করে বালুরঘাট থানার সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আরএসপির ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদিকা সুচেতা বিশ্বাস, সিপিএমের ১ নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক অনিমেষ চক্রবর্তী, আরএসপি নেতা অমর সরকার সহ আরও অনেকে।

এ বিষয়ে আরএসপির ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদিকা সুচেতা বিশ্বাস বলেন, 'গোটা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন থানার সামনে এদিন আমরা বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। যতদিন না নির্যাতিতা সুবিচার পাচ্ছে, ততদিন আমাদের এই আন্দোলন চলবে।'

'শ্বশুর বাড়ির থেকেও বেশি যত্নে ছিলাম'

জানালেন বিডিও দপ্তরের গ্রুপ ডি কর্মী শুভঙ্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: 'শ্বশুর বাড়ির থেকেও বেশি যত্নে ছিলাম। লকআপ থেকে তো বেরোতেই ইচ্ছা করছিল না এত আতিথেয়তা দেখে।' তাই মঙ্গলবার কাঁকসার বিডিও অফিসে কাজে যোগ দিতে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান গ্রুপ ডি কর্মী শুভঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

এদিন তিনি সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, তার ওপর কোনও রকম টর্চার করা হয়নি। বরং তাকে অনেক আদর যত্নে রাখা হয়েছিল। পুলিশ তাদের সঙ্গেই রয়েছে। যতই পুলিশকে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কেউ ক্ষেপিয়ে তুলুক না কেন। তার কথায়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাদের আরও জনপ্রিয় করে তুলেছেন। একজন সাধারণ মানুষকে কী ভাবে জনপ্রিয় করে তুলতে হয় সেটা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ভালো ভাবে জানেন। এই কারণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পাশাপাশি তিনি বলেন, তাদের লড়াই থামেনি। বরং লড়াই আরও বাড়ল। আগামী দিনে আরও আন্দোলন হবে। তাঁদের দাবি, একটাই, সেটা হল বিচার। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, পথে নামুন। আগামী দিনে পথই আন্দোলনের পথ দেখাবে। প্রসঙ্গত, গত ২৮ তারিখে শুভঙ্করকে দুর্গাপুরের কালীগঞ্জ এলাকা থেকে হাওড়া জেলা পুলিশ গ্রেপ্তার করে।তার বিরুদ্ধে ২৭ অগস্ট ছাত্র সমাজের ডাকে আরজি করের ঘটনায় বিচার চাইতে নবান্ন অভিযানে যোগ দিয়ে পুলিশকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। সংবাদ মাধ্যমে টিভির পর্দায় তার ছবি ভাইরাল হতেই পুলিশ তাকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করে। পরে সোমবার তিনি ছাড়া পান।

রাজমিস্ত্রির কাজ করে পঞ্চায়েত চালিয়ে নজির উপপ্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ছবি দেখে বোঝার উপায় নেই ইনি একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বলে প্রভাব, ক্ষমতা, অর্থের জোর সবটাই থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের কর্মক্ষমতায় রাজমিস্ত্রির কাজ করে পাশাপাশি পঞ্চায়েত চালিয়ে সকল নির্বাচিত ৫০

সদস্যদের কাছে সততার পরিচয় দিয়ে নজির গড়ে দিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জুল মহম্মদ। ঝড়, বৃষ্টি যাই হোক না কেন, নিয়ম করে পঞ্চায়েতে উপস্থিত হওয়া, পাশাপাশি রাজমিস্ত্রির কাজ করা সবই করছেন উপপ্রধান জুল মহম্মদ। কখনও রোদে পুড়ে, আবার কখনও বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি তৈরির কাজ করেছেন। সাদামাটা ভাবে থাকা উপপ্রধানের এই জীবনযাপন দেখে কুর্নিশ জানিয়েছেন অনেকেই। পঞ্চায়েতের উপপ্রধান থাকাকালীন সামান্য ভাতা পান তিনি। কিন্তু কাটমানির কোনও অভিযোগ নেই এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিক ভাবে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোথাও কোনও রকম ভাবে অভিযোগ ওঠেনি। তার কারণ একটাই, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের এরকম জীবনযাত্রা সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের।

সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত দিনে সরাসরি তৃণমূল দলের হয়েই পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়ে নির্বাচিত সদস্য হয়েছিলেন জুল মহম্মদ। এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের তরফ থেকে টিকিট না পেলেও নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান জুল মহম্মদ। তাঁর সততা দেখে গ্রামবাসীরা এবারেও বিপুল ভোটে জয় করেন। পরে কংগ্রেস ও সিপিএম জোটের উপপ্রধানের দায়িত্ব পান তিনি। এখন ৫০০ টাকা দিনমজুরির রাজমিস্ত্রির কাজ করে সাধারণ ভাবে জীবনযাত্রা চালাচ্ছেন মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জুল মহম্মদ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উপপ্রধান জুল মহম্মদের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের মহেন্দ্রপুর গ্রামে। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন তিনি। উপপ্রধান হওয়ার আগে পাঁচ বছর তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। গত পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল থেকে টিকিট না পেয়ে নির্দল থেকে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে জোটের উপপ্রধান হন তিনি। তবে উপপ্রধান হওয়ার পরেও তাঁর জীবনযাত্রা পাল্টায়নি। প্রতিদিন সকালে সাইকেল নিয়ে এলাকায় ঘুরে মানুষের সমস্যার কথা শোনেন। এরপর রাজমিস্ত্রির কাজে যান। সরকারি সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বাঁকাপথে উপার্জনের লেশমাত্র নেই তাঁর জীবনে।

মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জুল মহম্মদ জানান, তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতে ভালোবাসেন। কোনও দিন কারও কাছে হাত পাতেননি। পরিশ্রম করে সংসার চালানোর মধ্যে আলাদা আনন্দ রয়েছে।

নির্মাণ সামগ্রী পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বহুতল নির্মাণ তৈরির সময় উঁচু থেকে মাথায় নির্মাণ সামগ্রী বোঝাই ডুলি ছিঁড়ে পড়ে মৃত্যু হল এক নির্মাণ শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মিলমোড় এলাকায়। মৃত শ্রমিকের নাম অশোক হেমব্রম। বাড়ি কোতুলপুর থানার বাগরোল আদিবাসী পাড়ায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক ভাবে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মিলমোড় এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই একটি বহুতল নির্মাণের কাজ চলছে। অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বহুতলের গা ঘেঁষে কাজ করছিলেন নির্মাণ শ্রমিক অশোক হেমব্রম। আচমকাই তার ছিঁড়ে নির্মাণ সামগ্রী বোঝাই ডুলি তাঁর মাথায় এসে পড়ে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে মৃত্যু হয় ওই নির্মাণ শ্রমিকের।

কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল, স্যুট - ১সি, কলকাতা-৭০০০২০, প.ব. ভারত
ফোন +৯১ ৩৩ ৪০৭০৩২৩৮, ইমেল আইডি cs@coolcapsindustries.in, CIN : L27101WB2015PLC208523

৯ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১.০০টায়** অনুষ্ঠিত হবে অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল, স্যুট - ১সি, কলকাতা-৭০০০২০, প.ব. ভারত-এ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে **৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের** নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বইগুলি **শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** (উভয় দিন সহ) বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা ২০১৪-এর বিধি ২০-এর বিধান মেনে, সংশোধিত। সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫-এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ এবং রেগুলেশন ৪৪, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে যেটি লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা লি. কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত রেজোলিউশন সম্পন্নের জন্য যা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-ভোটিং, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং আর্থিক বছরের ২০২৩-২৪-এর জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৯ম এজিএম-এর নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রারের কাছে নিবন্ধিত এবং ট্রান্সফার এজেন্ট বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরির সাথে।

সদস্যরা নিম্নলিখিত নোট করতে পারেন :

বিজ্ঞপ্তিটি সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো/ইমেল করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি **৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবারের** মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

ই-ভোটিং নির্দেশাবলীর ফর্মটি ৯ম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ যা কোম্পানির ওয়েবসাইটে **http: //www.coolcapsindustries.in** এবং মেসার্স লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হয় **http://linkintime.co.in** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.nseindia.com**।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল **মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায়** শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

যেসকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ইলেকট্রনিক ভোটিং/ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটিও এজিএম-এ এমন সদস্যদের জন্য উপলব্ধ করা হবে যারা ইতিমধ্যেই মিটিংয়ের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি। এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার আইটেম সম্পর্কিত নথিগুলি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে সকাল ১১.০০টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকবে এজিএমের তারিখ পর্যন্ত সকল কার্যদিবসে এবং এজিএমের স্থানেও।

সদস্যদের ভোটের অধিকার **কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে কোম্পানির ইক্যুইটি পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে তাদের অংশের অনুপাতে হবে। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে/কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ **শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪**-এ সুবিধাভোগী মালিকরা কেবলমাত্র এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

যে কোনো ব্যক্তি যিনি সভার নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ **শুক্রবার ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে** শেয়ার ধারণ করেন, তাদের ই-ভোটিংয়ের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত যেমনটি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যা কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হয়। যে সদস্যরা ইতিমধ্যেই লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত তারা তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন।

আপনার যদি ই-ভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, সদস্যরা **www.coolcapsindustries.in**-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি উল্লেখ করতে পারেন বা **cs@coolcapsindustries.in**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার শ্রী অরিজিৎ ঘোষের সাথে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

কোম্পানি শ্রী কুলদীপ বোথরা (কে. বোথরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর স্বত্বাধিকারী), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (পিসিএস), (মেম্বারশিপ নং এসিএস ৩৭৪৫২) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করেছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা **অরিজিৎ ঘোষ**
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৪ **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN : L70109WB1986PLC040864
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
হেড অফিস : ইউনিট নং ৪ এবং ৫, ৪র্থ তল, প্লট নং - ডি-২, সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, সাকেত, নিউ দিল্লি - ১১০ ০১৭, ফোন নং : ০১১ ৪২৬৫৪২৬৫
ইমেল : investorrelations@ashianahousing.com
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির **৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বুধবার** সকাল ১১.৩০টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫, সহ পড়ুন সাধারণ সার্কুলার নম্বর তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ০৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারী ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১, ০৫ মে ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ যথাক্রমে ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), এবং সার্কুলার তারিখ ১২ মে ২০২০, ১৫ জানুয়ারি ২০২১, ১৩ মে ২০২২, ১১ জুলাই ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারি করা হয়েছে, বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানকারী নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। উল্লিখিত নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ashianahousing.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**। সেবি-র সার্কুলার অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক রিপোর্টের কোনও শারীরিক কপি কোনও সদস্যকে পাঠানো হবে না।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ধারা ৪২ অনুসারে, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে এবং লভ্যাংশের অধিকারী শেয়ারহোল্ডারদের রেকর্ড নেওয়ার জন্য, ৩১শে মার্চ, ২০২৪ -এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য, যদি আগামী বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হয় ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (বুধবার) ব্যবসায়িক সময় শেষ হওয়ার সময় যেসব শেয়ারহোল্ডারদের নাম সুবিধাজনক মালিক হিসাবে বইগুলিতে প্রদর্শিত হবে তারা লভ্যাংশের জন্য প্রাপ্য হবেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ এর সাথে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ সেই সদস্যদের কাছে বৈদ্যুতিনভাবে প্রেরণ করা হবে যাদের ইমেল ঠিকানা সংস্থা/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (DPs) কাছে নিবন্ধিত। সেবির সার্কুলার অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক রিপোর্টের কোনও ফিজিক্যাল কপি কোনও সদস্যকে পাঠানো হবে না।

শেয়ারহোল্ডাররা যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, অথবা লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ম্যান্ডেট আপডেট করেননি, অনুগ্রহ করে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন :

ক) প্রকৃত মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের বিশদ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর ১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম, আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে তাদের বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য, ইমেল-আইডি, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, মোবাইল নম্বর এবং স্থায়ী অ্যাকাউন্টের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি, পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান), বিতাল হাউস, ৪র্থ তল, ৯৯, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, মাদাঙ্গির, দিল্লি-১১০০৬২। আইএসআর ১ ফর্মের ফর্ম্যাট এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **https:-//www.ashianahousing.com/real-estate-investors/financial-reports#3** এ উপলব্ধ।

খ) ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানির কাছ থেকে সমস্ত যোগাযোগ পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপিএস)।

গ) ব্যাঙ্কের নাম এবং শাখা যেখানে শেয়ারহোল্ডার লভ্যাংশ পেতে চান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ধরন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমআইসিআর কোড, আইএফএসসি কোড এবং বিনিয়োগকারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোম্পানিকে প্রদান করা প্রথম হোল্ডারের নাম বাতিলকৃত চেকের একটি স্ক্যান কপি **investorrelations@ashianahousing.com** বিকল্পভাবে **beetal@beetalfinancial.com**-এ।

ই-ভোটিং সুবিধা :

কোম্পানিটি এনএসডিএল-এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট তার সমস্ত সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে নির্ধারিত রেজোলিউশনগুলির উপর বার্ষিক সাধারণ সভার আগে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য। উপরন্তু, কোম্পানি মিটিং চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে।

রিমোট ই-ভোটিং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (রবিবার) সকাল ০৯:০০টায় শুরু হবে এবং ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার) বিকেল ০৫:০০টায় শেষ হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে রেকর্ড করা হয়েছে কাট-অফ তারিখে ডিপিদের দ্বারা শুধুমাত্র বার্ষিক সাধারণ সভার সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং, বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে।

এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :

ক) বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে বিশদ পদ্ধতি অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় সদস্যরা তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

খ) এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার লগইন প্রমাণপত্রগুলি সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে যখন তারা উপরে প্রদত্ত পদ্ধতিতে সফলভাবে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করবেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (মঙ্গলবার) বিকেল ০৫:০০টার পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। যে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিডিও কনফারেন্স/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে বার্ষিক সাধারণের সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য দায়ী ব্যক্তির বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

ফিনান্স অ্যাক্ট ২০২০ অনুসারে, লভ্যাংশ আয় শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য এপ্রিল ২০২০ এবং কোম্পানিকে নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া লভ্যাংশ থেকে উৎসে কর কাটতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য নির্ধারিত হারের জন্য, অনুগ্রহ করে ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০২০ এবং এর সংশোধনগুলি পড়ুন। শেয়ারহোল্ডারদের তাদের আবাসিক ঠিকানা, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর, আধার এবং প্যান ডিপি (যদি ইলেকট্রনিক আকারে থাকে) এবং আরটিএ অর্থাৎ বিতাল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (যদি শেয়ারগুলি ভৌত আকারে থাকে) আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে টিডিএস বিধানের সাথে সম্মতি সক্ষম করতে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
আশিয়ানা হাউজিং লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : নিউ দিল্লি **নিতিন শর্মা**
তারিখ : ০৩.০৯.২০২৪ কোম্পানি সেক্রেটারি

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
শ্রী সৌরভ আগরওয়াল-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১. ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	সৌরভ আগরওয়াল (PAN : AFHPA3405P, Aadhar : 6425 2170 7401)
২. জামিন প্রদানকারী কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স বি ডি মোটরস লিমিটেড
৩. ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১ এ জে সি বোস রোড, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
৪. ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ॥ সিপি (আইবি) ২৬০/কেবি/২০২২ কর্তৃক ২৮.০৮.২০২৪ তারিখে নির্দেশ ঘোষিত
৫. প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	সুনীল মোহন আচার্য IBBI/IPA-003/IP-N000174/2018-19/12120
৬. বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	২৪৫/১ ভট্টাচার্য পাড়া ৬ নং ঝিল পার রোড, নিউ ব্যারাকপুর, ওয়ার্ড ১৫, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭০০১৩১ **ইমেল : sunilmohanacharya58@gmail.com**
৭. প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	ইনটেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৫, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৮৭ **ইমেল : intelligentpg6@gmail.com**
৮. দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	২৫.০৯.২০২৪
৯. সংশ্লিষ্ট দাবি ফর্মগুলি পাওয়া যাবে	https://ibbi.gov.in/uploads/downloads/IIRP_ Reg_Form_B.docx

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ উপরোক্ত দেনাদারের ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়ার শুরুর নির্দেশ দিয়েছে। দেনাদারের অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নিকট ক্রম নং ৭ উল্লিখিত ঠিকানায় তাদের দাবি পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা পোস্ট বা ক্যুরিয়ার মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
সুনীল মোহন আচার্য
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৪ **প্রস্তাব পেশাদার**
স্থান : কলকাতা **আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-003/IP-N000174/2018-19/12120**

অরো ইমপেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড

(CIN: L51909WB1994PLC061514)
রেজি. অফিস : ৩২, কে এল সায়গল সরণি, ৭৪০এ, ব্লক-পি, নিউ আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০৫৩, ফোন নং : ০৩৩ ২৪০০ ৬৩০০
ইমেল : cs@auroimpex.com **ওয়েবসাইট :** www.auroimpex.com

৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্যাদি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অরো ইমপেক্স অ্যান্ড কেমিকেলস লিমিটেডের **৩১তম বার্ষিক জেনারেল সভা (এজিএম)** অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান এবং বিজ্ঞাপিত অধ্যাদেশ অধীনে এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনের এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ারস (এমসিএ) এবং সেবি কর্তৃক জারি করা সকল প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লিখিত সার্কুলারসমূহ, এজিএম নোটিশ, এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হবে সংশ্লিষ্ট যে সকল সদস্যগণের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিজ/ শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধির নিকট নথিভুক্ত রয়েছে তাদের সংশ্লিষ্টগুলির হার্ড কপিসমূহ সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ যারা বিশেষভাবে অনুরোধ করবেন তাদের পাঠানো হবে। সদস্যগণ আরও অবগত হোন ৩১তম এজিএম ইস্যু করার পরই কোম্পানির ওয়েবসাইট www.auroimpex.com এবং এনএসই ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইটে www.nseindia.com পাওয়া যাবে।

কোনও কারণে শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানি/ডিপোজিটরিজ/শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এর নিকট তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত/হালনাগাদ করেননি তাদের নিম্নোক্ত নির্দেশাবলি পালনে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইমেল আইডি হালনাগাদ করার ফলে কোম্পানির পক্ষে এজিএম নোটিশের কপি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠাতে এবং অংশগ্রহণ এবং প্রস্তাবের জন্য ভোঠাভুটিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি জানাতে সুবিধা হবে।

ইমেল আইডি নথিভুক্তকরণ/হালনাগাদকরণের নির্দেশাবলি :

ডিমাট হোল্ডিং :	অনুগ্রহ করে ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের (ডিপি) সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করুন।

শেয়ারহোল্ডারগণকে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য রিমোট ইভোটিং মাধ্যমে সুযোগ দেওয়া হবে। ডিমাট মাধ্যমে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডারদের এবং ফিজিক্যাল মাধ্যমে শেয়ারধারীদের এবং যে সকল শেয়ারহোল্ডার তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তাদের দূরনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি জানতে শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য নির্দিষ্ট নোটিশ পাঠানো হবে। বিস্তারিত কোম্পানর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।

অরো ইমপেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা **রাঘব ঝুনঝুনওয়ালা**
তারিখ : ০৩.০৯.২০২৪ কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিস: ৪, বিবাদি বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউস, রুম নং ৫, ২য় তলা, কলকাতা- ৭০০০০১
টেলি : ০৩৩-২২৩০১১৫৩, CIN No. L63090WB1989PLC099645
ই-মেইল: cs.legal.frontline@gmail.com, www.frontlinecorporation.com

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি,
রিমোট ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেডের (''দ্য কোম্পানি'') সদস্যদের ৩৫তম বার্ষিক জেনারেল সভা (''এজিএম'') **ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') বা আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') সুবিধার মাধ্যমে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শনিবার ১৫.০০ ঘন্টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ব্যবসায় লেনদেনের, যেমনটি ১৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''অ্যাক্ট'') এবং লিস্টিং রেগুলেশন, জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এবং ১৭/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০ এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, জেনারেল সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫,২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, এবং সাধারণ সার্কুলার নং ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা (সম্মিলিতভাবে ''এমসিএ সার্কুলার'' হিসাবে পরিচিত) এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ এবং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRIP/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২,) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সম্মিলিতভাবে ''সেবি সার্কুলার'' হিসাবে পরিচিত) ২৮ ডিসেম্বর তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১০/২০২২, ২০২২, এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিগুলি, সর্বশেষ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের ৯/২০২৩, ('এমসিএ সার্কুলারস' এবং আইন এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'') এর বিধান মেনে কোম্পানির এজিএম ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, যার জন্য এমসিএ সার্কুলার, সেবি সার্কুলার, আইন এবং লিস্টিং রেগুলেশন অনুসারে একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের ফিজিক্যালি উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (স্ট্যান্ডঅ্যাসোন এবং কনসোলিডেটেড) সহ বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৩৫তম এজিএম আহ্বানের নোটিশ **৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার** কেবলমাত্র সেই সদস্যদের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) -এর সাথে নিবন্ধিত অর্থাৎ, বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গুলি) এবং **শুক্রবার, ৯ আগস্ট, ২০২৪** পর্যন্ত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার হোল্ডিং। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন, https://www.frontlinecorporation.org/_files/ugd/77758d_d330038b57d1435ab10a65e58e704d43.pdf এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যেমন, www.bseindia.com এবং https//www.cse-ndia.com/ পাওয়া যায়। evoting@nsdl.co.in ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী এজেন্সির ই-ভোটিং ওয়েবসাইটেও এই নোটিশ পাওয়া যাবে। উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে ফিজিক্যালি কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে সেবি লিস্টিং রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৪৪-এর সাথে পঠিত ও সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ অনুসারে কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট এবং এনএসডিএল এর মাধ্যমে প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ব্যবসা লেনদেন করা যেতে পারে।

ক) **৩৫তম এজিএম**-এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সমস্ত ব্যবসা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে।

খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল **বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ০৯:০০ টায় (আইএসটি)** শুরু হবে **শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ০৫:০০টায় (আইএসটি)** এবং শেষ হবে **শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ০৫:০০টায় (আইএসটি)**।

গ) এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং/বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখটি **২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** -এর ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে শেষ হবে। উল্লিখিত কাট-অফ তারিখের ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে ইক্যুইটি শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য। যেকোন ব্যক্তি যিনি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করেছেন তিনি **bssahd@bigshareonline.com -এ বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বা বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, এ-৮০২, ক্লাসিক গোল্ড হোটেলের কাছে সমুদ্র কমপ্লেক্স, গিরিশ কোল্ড ড্রিংক, অফ সি জি রোড, নাভারংপুরা, আহমেদাবাদ গুজরাট-৩৮০০০৯ ফোন নম্বর -০৭৯-৪০০২৪১৩৫, মোঃ- ৭০৪৫১১৫৪৪৮** এ যোগাযোগ করতে পারেন ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদানের জন্য।

ঘ) সদস্যরা লক্ষ্য করবেন যে:

১) পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এনএসডিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং এর বাইরে কোনও রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না;

২) এজিএম-এ ও ভোট দেওয়ার সুবিধা উপলব্ধ করা হবে;

৩) যেসকল সদস্যরা এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না; এবং

৪) একজন ব্যক্তি যার নাম কেবলমাত্র কাট-অফ তারিখের ব্যবসায়িক সময় শেষ হওয়ার সময় ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টারে বা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের সেইসাথে এজিএম এ ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

৬) ভিসি/ওএভিএম মোডের মাধ্যমে মিটিংয়ে যোগদান সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন এবং/অথবা সহায়তার প্রয়োজন হলে, সদস্যরা https://www.evoting.nsdl.com/ এর ডাউনলোড বিভাগে সাহায্য এবং প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) -এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা যোগাযোগ করুন **শচীন কারেলিয়া** -র সঙ্গে ইমেল আইডি sachink@nsdl.co.in -তে অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করুন ০২২-৪৮৮৬৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯৭০০০ আরও স্পষ্টীকরণ/ প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে। frontlinecorplimited@gmail.com -এ একটি ই-মেইল পাঠিয়ে কোম্পানির সেক্রেটারি এবং কোম্পানির কমপ্লায়েন্স অফিসারের কাছেও অভিযোগগুলি জানানো যেতে পারে।

সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪২ এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই **সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শনিবার ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)** পর্যন্ত বন্ধ থাকবে আর্থিক বছর ২০২৩-২৪ এর কোম্পানির **৩৫তম এজিএম** এর উদ্দেশ্যে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেডের
পরিচালন পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্বা/-
সুরেশ কুমার ভার্মা
তারিখ: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ **(কোম্পানি সেক্রেটারি)**
স্থান: আহমেদাবাদ **সদস্য নং : এফ৩৭২৫**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

রিয়েল গ্রোথ কমার্শিয়াল লিমিটেড

(পূর্বতন রিয়েল গ্রোথ কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড)
CIN – L70109DL1995PLC064254
রেজি. অফিস: শপ নং- জি-০১, আরজি সিটি সেন্টার, প্লট নং- এসইউ, এলএসসি, বি-ব্লক, লরেন্স রোড, দিল্লি , ১১০০৩৫
ওয়েবসাইট: www.realgrowth.co.in, ইমেল: rgcel1995@gmail.com

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

বার্ষিক সাধারণ সভা - এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মেসার্স রিয়েল গ্রোথ কমার্শিয়াল লিমিটেডের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২৯তম এজিএম) শনিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বেলা ১২.৩০ টায় পার্ক ইন বাই রেডিসন হোটেল, প্লট নং.৬এ, আইপি এক্সটেনশন, পাটপারগঞ্জ, নতুন দিল্লী, ১১০০৯২ এ অনুষ্ঠিত হবে ৩০.০৮.২০২৪ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি লেনদেনের জন্য যা অনুমোদিত মোডে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.realgrowth.co.in -এ পাওয়া যাচ্ছে।

ই-ভোটিং - কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩-এর সেকসন ১০৮ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-এর বিধানগুলির সাথে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেসনস অ্যান্ড ডিজক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ সহ অনুসারে কোম্পানি তার সদস্যদের সভার স্থান ব্যতীত অন্য জায়গা থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে কোম্পানির ২৯তম এজিএমে পাস করা প্রস্তাবিত রেজুলেশনগুলিতে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা আয়োজিত ই-ভোটিং সুবিধা নিযুক্ত করেছে।

আপনি অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে রিমোট ই-ভোটিং ২৫.০৯. ২০২৪ সকাল ০৯.০০ টায় শুরু হবে এবং ২৭.০৯. ২০২৪ এ বিকাল ০৫.০০ টায় শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না এবং তারপরে ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে যা কাট-অফ তারিখ, ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা, ২৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত হিসাবে সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসায় (গুলি) ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন।

একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের / সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে কাট অফ-ডেট অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ প্রদর্শিত আছে শুধুমাত্র তারা ২৯তম এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং / ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

কোনো ব্যক্তি যিনি সভার নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১.০৯.২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি helpdesk.evoting@nsdlindia.com -এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ -তে। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতিটি সভার বিজ্ঞপ্তিতেও দেওয়া হয়েছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.realgrowth.co.in এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.nsdlindia.com -এ উপলব্ধ। যদি সদস্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল ই-ভোটিং-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে তিনি রিমোটই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার পুং /স্ত্রী বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি এবং এজিএমে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রক্সি মাধ্যমে উপস্থিত থাকবেন তারা এজিএমে ব্যালট/পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্ন বা সমস্যার জন্য অনুগ্রহ করে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ই-ভোটিং নির্দেশাবলী পড়ুন বা এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com দেখুন। কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ('এফএকিউএস') দেখতে পারেন এবং evoting@nsdl.co.in -এ উপলব্ধ ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল বা মনোনীত ইমেল আইডিতে অর্থাৎ helpdesk.evoting@nsdlindia.com ই-ভোটিং হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করুন অথবা নীচের ঠিকানায় কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন টেলিফোন নম্বরে- অলঙ্কিত অ্যাসাইনমেন্ট লিমিটেড, ২০৫-২০৮ আনারকলি কমপ্লেক্স, ঝান্ডেওয়ালান এক্সটেনশন, নিউ দিল্লি ১১০০৫৫, টেলিফোন - ০১১-৪২৫৪১২৩৪, ওয়েবসাইট- www.alankit.com.

এজিএমের আগে/ চলাকালীন লগইন করার সময় সদস্যরা কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হলে তারা evoting@nsdl.co.in -এ অনুরোধ পাঠিয়ে এনএসডিএল এর হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর- ০২২ ২৪৯৯ ৪৫৬১ এবং ০২২ ২৪৯৯ ৫৭৪৯- এ কল করতে পারেন।

রিয়েল গ্রোথ কমার্শিয়াল লিমিটেডের
বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা/-
স্থান: নিউ দিল্লি **(দীপক গুপ্তা)**
তারিখ: ০৩.০৯.২০২৪ **হোল টাইম ডিরেক্টর**

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড

CIN L17125WB1983PLC0362099
রেজি. অফিস ২য় ফ্লোর, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা - পঃবঃ ৭০০০৬৯
ইমেল আইডি: info@hindusthancreditcapital.com,
ওয়েবসাইট: www.hindusthancreditcapital.com

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

বার্ষিক সাধারণ সভা - এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মেসার্স হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেডের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (৪১তম এজিএম) শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্স/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (''ওএভিএম'') অনুষ্ঠিত হবে ৩১ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি লেনদেনের জন্য, যা শেয়ারহোল্ডারদের কাছে অনুমোদিত মোডে পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

ই-ভোটিং - কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩-এর সেকসন ১০৮ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-এর বিধানগুলির সাথে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেসনস অ্যান্ড ডিজক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ সহ অনুসারে কোম্পানি তার সদস্যদের সভার স্থান ব্যতীত অন্য জায়গা থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে কোম্পানির ৪১তম এজিএমে পাস করা প্রস্তাবিত রেজুলেশনগুলিতে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা আয়োজিত ই-ভোটিং সুবিধা নিযুক্ত করেছে।

আপনি অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে রিমোট ই-ভোটিং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ০৯.০০ টায় শুরু হবে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ বিকাল ০৫.০০ টায় শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না এবং তারপরে ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে যা কাট-অফ তারিখ , ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা, ৪১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত হিসাবে সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসায় (গুলি) ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন।

একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের / সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে কাট অফ-ডেট অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ -এ প্রদর্শিত আছে শুধুমাত্র তারা ৪১তম এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং / ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

কোনো ব্যক্তি যিনি সভার নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৩০.০৮.২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি helpdesk.evoting@nsdlindia.com এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ তে। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতিটি সভার বিজ্ঞপ্তিতেও দেওয়া হয়েছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindusthancreditcapital. তৎদ্রদ্ব এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.nsdlindia.com -এ উপলব্ধ। যদি সদস্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল ই-ভোটিং-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে তিনি রিমোটই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার পুং/স্ত্রী বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি এবং এজিএমে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রক্সি মাধ্যমে উপস্থিত থাকবেন তারা এজিএমে ব্যালট/পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্ন বা সমস্যার জন্য অনুগ্রহ করে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ই-ভোটিং নির্দেশাবলী পড়ুন বা এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com দেখুন। কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ('এফএকিউএস') দেখতে পারেন এবং evoting@nsdl.co.in -এ উপলব্ধ ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল বা মনোনীত ইমেল আইডিতে অর্থাৎ helpdesk.evoting@nsdlindia.com ই-ভোটিং হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করুন অথবা নীচের ঠিকানায় কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন টেলিফোন নম্বরে- অলঙ্কিত অ্যাসাইনমেন্ট লিমিটেড, ১ই/১৩, ঝান্ডেওয়ালান এক্সটেনশন, নিউ দিল্লি ১১০০৫৫, টেলিফোন - ০১১-৪২৫৪১২৩৪, ওয়েবসাইট- www.alankit.com.

এজিএমের আগে/ চলাকালীন লগইন করার সময় সদস্যরা কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হলে তারা evoting@nsdl.co.in -এ অনুরোধ পাঠিয়ে এনএসডিএল এর হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর- ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ -এ কল করতে পারেন।

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেডের
বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা/-
স্থান: কলকাতা **উমাকান্ত উপাধ্যায়**
তারিখ: ০৩.০৯.২০২৪ **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

বিজেপির জেলাশাসকের কার্যালয় অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার বালুরঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিজেপির জেলাশাসকের কার্যালয় অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার বালুরঘাটে। জেলাশাসকের কার্যালয়ে অভিযানের সময় ভেঙে ফেলা হয় পুলিশের তৈরি ব্যারিকেড। চলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। যদিও শেষ পর্যন্ত পুলিশের বাধায় আটকে পড়েন কর্মী সমর্থকরা। পরবর্তীতে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা।

জানা গিয়েছে, আরজি কর কাণ্ড ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারীতে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন বালুরঘাটে অবস্থিত বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি গোটা শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে আসে। সেই সময় ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। যদিও সেই ব্যারিকেড ভেঙে দেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। চলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। যদিও পরবর্তীতে পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে পুলিশ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি জানান ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী ও সমর্থকেরা। এদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, প্রাক্তন জেলা সভাপতি শুভেন্দু সরকার সহ আরো অনেকে।

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'রাজ্য জুড়েই আমাদের এই অভিযান চলছে। বিপুল সংখ্যায় কর্মী-সমর্থকরা এসেছিলেন। আমাদের নেতৃত্ব যদি কন্ট্রোল না করত, তা হলে আরও বড় কিছু ঘটনা ঘটতে পারত। আমরা ভাঙচুর, ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না।' পাশাপাশি রাজ্য সভাপতি আরও বলেন, 'মহিলারা ধর্ষিত হচ্ছে। একের পর এক ঘটনা ঘটছে। আমরা অপরাধীর ফাঁসি চাই। ন্যায়সংহিতায় ফাঁসির প্রাবধান আছে। মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন যে কেন্দ্রের আইনে ফাঁসির প্রাবধান নেই। আইনের মাধ্যমেই ফাঁসির প্রাবধান রয়েছে।'

শাসকদলের নেতার স্ত্রী-কন্যাকে শ্লীলতাহানি, টাকা আদায়ের অভিযোগ সিভিকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: আরজি করের ঘটনার জেরে দোষীদের শাস্তির দাবিতে উত্তাল রাজ্য তথা দেশ। এরইমধ্যে আবার শ্লীলতাহানির ঘটনা ইসলামপুরে। ইসলামপুর শহর সংলগ্ন এক পঞ্চায়েতের শাসকদলের 'প্রভাবশালী' এক নেতার স্ত্রী ও কন্যাকে শ্লীলতাহানির পাশাপাশি ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার অভিযোগ উঠেছে ইসলামপুর থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে। সোমবার বিকেলে ওই মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরই ওই রাতেই অভিযুক্ত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এদিন ধৃত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে পুলিশ আদালতে পেশ করে। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম মহঃ নাজমুল। তাকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে প্রায় ১০ দিন আগে। এতদিন পরে কেন অভিযোগ করা হল সেই বিষয়ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা জানিয়েছেন, দিন দশেক আগে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অধীনস্থ এক সিভিক ভলেন্টিয়ার এক মহিলার কাছ থেকে জোর করে লক্ষাধিক টাকা আদায় করার পাশাপাশি তাঁকে ও তার কিশোরী মেয়েকে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ জমা পড়ে। পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পরই অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে আদালতে পেশ করার পাশাপাশি তাকে রিমান্ডে নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুর শহর সংলগ্ন এক পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের ওই প্রভাবশালী নেতা চোপড়ার বিধায়কের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। ওই বিধায়ক ঘনিষ্ঠ 'জেসিবি'র ' সালিসির নামে প্রকাশ্যে অত্যাচারের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পরপরই এই নেতার আরেকটি এই ধরনের সালিসির ভি ডি ও প্রকাশ্যে আসে।তার স্ত্রীর দায়ের করা অভিযোগ থেকে জানা গিয়েছে, ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার কিছুদিন আগে ভয় দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকা আদায় করার পাশাপাশি তাঁকে ও তাঁর নাবালিকা মেয়েকে শ্লীলতাহানি করে। গোটা ঘটনা জানিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ইসলামপুরের নেতা তথা বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিত সেন জানিয়েছেন, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে রাজ্য উত্তাল। শাসকদল দোষীদের আড়াল করার নগ্ন চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজ্যের সমস্ত জায়গায় মহিলাদের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। শাসকদলের নেতারা আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিচ্ছে। ইসলামপুরের এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার জীর্ণরূপ। শ্লীলতাহানির শিকার এবার শাসকদলের নেতার পরিবারের মহিলারা। সুজালি এলাকার ওই নেতা এলাকায় কার্যত প্যারালাল আইন চালায়। তার পরিবারের সদস্যরা যদি এই ধরনের ঘটনার শিকার হয়, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানিয়েছেন, 'ঘটনার খবর পেয়েছি। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে।'

নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে শুরু সাক্ষ্যগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ৩১ জানুয়ারির রাত, একদিকে মুণ্ডুচ্ছেদহীন দেহ উদ্ধার। তার থেকে সামান্য দূরের কাটা মুন্ডু উদ্ধার নাবালিকা ছাত্রীর। মালদা শহরের বালুচরের ১১ বছর বয়সি পঞ্চম শ্রেণির নাবালিকা ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল ধৃতের বিরুদ্ধে আদালতের সাক্ষ্যগ্রহণের প্রক্রিয়া। এদিন মালদার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজের সেকেন্ড কোর্টে এই সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এদিন ধৃত সনু কেশরীকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত নাবালিকা ছাত্রীর বাবা-মা ফাঁসির দাবিতে চিৎকার করে ওঠেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছর ২৯ জানুয়ারি রাত আটটা নাগাদ বালুচর এলাকার বাড়ির সামনে থেকেই আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যায় ইংরেজি মাধ্যমে পাঠরত নাবালিকা ওই ছাত্রী। এর ঠিক দু'দিন পর ৩১ জানুয়ারি গভীর রাতে মালদা শহরের আম বাজারে এলাকার পরিত্যক্ত জঙ্গল থেকে মুন্ডুচ্ছেদ অবস্থায় ওই নাবালিকা ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরই ওই এলাকার সামান্য একটি দূরের পরিত্যক্ত একটি বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে ওই ছাত্রীর কাটা মুন্ডু উদ্ধার হয়। সেই সময় এই ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে তোলপাড় শুরু হয় মালদা শহরে। বালুচর এলাকার প্রতিবাদী মানুষেরা রাস্তায় নেমে শুরু করেন অবরোধ। এমনকি ঘেরাও করা হয় ইংরেজবাজার থানা। আর এই ঘটনার পর দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে প্রায় আট মাস। জনসমক্ষে অনেকেই হয়তো এই ঘটনার কথা ভুলে গেলেও, মৃত নাবালিকা ছাত্রীর পরিবার আজও ধৃত সনু কেশরীর ফাঁসির দাবির অপেক্ষায় রয়েছেন।

মৃত ছাত্রীর বাবা মনোজ কেশরী বলেন, '২৯ জানুয়ারি রাতে বাড়ির সামনে থেকেই স্কুটিতে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ভাইপো সনু কেশরী।

চুঁচুড়া থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার বাস-ট্রেকার বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ার বাস ডিপোতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাস। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বন্ধ চুঁচুড়া থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার সমস্ত বাস, ট্রেকার। গাড়ির চাকা না গড়ানোর কারণে সমস্যায় পড়েছেন নিত্য যাত্রীরা। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই বাস ও ট্রেকারের অচল অবস্থা হওয়ার কারণ বলছেন শাসকদলের ব্যবহার। পার্টির কাজের জন্য বাস নেওয়া হলেও, অভিযোগ, বাস মালিকরা সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না বরং টাকা চাইলে মিলেছে খারাপ ব্যবহার। তাই প্রতিবাদ জানাতে মঙ্গলবার সকাল থেকে বাস ও ট্রেকার বন্ধ রেখেছে মালিক সংগঠন।

চুঁচুড়া থেকে ১৭ নম্বর ও ২৩ নম্বর রুটে বাস চলে তারকেশ্বর পর্যন্ত। ১৭ নম্বর বাস চুঁচুড়া স্টেশন আলিনগর মহেশ্বরপুর ধনিয়াখালি হয়ে তারকেশ্বরে যায়। ২৩ নম্বর বাস চুঁচুড়া থেকে মগড়া মহানাদ গুরাপ দশঘড়া হয়ে তারকেশ্বরে যায়। তৃণমূল বাস ইউনিয়ন আইএনটিটিইউসি র সদস্য পরিবহন কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, গত ৩১ অগস্ট তারকেশ্বর ব্লকে তৃণমূলের বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল। সেখানে কয়েকটি বাস দিতে বলে তৃণমূল নেতৃত্ব। ১৩০০ টাকা করে ভাড়া দেবে বলে। বাস ইউনিয়নের দাবি, ১৩০০ টাকায় বাস ভাড়া দেওয়া যাবে না বলে জানানো হয়। ওই টাকায় দিলে তাদের পকেট থেকে টাকা দিয়ে তেল ভরতে হবে। তার ওপর কর্মীদের টাকা রয়েছে। বাস না দিলে বন্ধ রাখতে বলা হয়। সেই মত সোমবার বাস বন্ধ রাখেন মালিকরা।

বাস মালিকদের অভিযোগ, এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়। অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করেন বাস ইউনিয়নের সদস্যদের। এর পরই তারকেশ্বর স্ট্যান্ডে বাস ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। সোমবার ১৭ ও ২৩ নম্বর রুটের কোনও বাস ঢুকতে দেওয়া হয়নি তারকেশ্বর স্ট্যান্ডে। রাস্তা থেকে যাত্রী ওঠানো নামানো করলেও তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাস কর্মীদের হুমকি দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে হুগলি আরটিওর কাছে অভিযোগ জানায় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা। তারা নিরাপত্তার অভাবে বাস বন্ধ করে দেন।

অন্যদিকে মঙ্গলবার সকালে তারকেশ্বর বাস বাস চলাচল বন্ধ করতে ধনেখালির চৌতারা-গোপিনগর এলাকায় বিক্ষোভ দেখালস্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি, গত ২৩ মার্চ ১৭/২৩ নম্বর রোডের বাসের চাকায় পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় স্থানীয় বাসিন্দা অমরনাথ বিশ্বাস ও তাঁর ছেলে পল্লব বিশ্বাস। বিমার টাকার আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াও চিকিৎসা আনুসঙ্গিক খরচের আশ্বাস দিলেও পরবর্তীকালে বাস ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ এই পরিবারকে একটি টাকাও দেয়নি। দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ না পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা সোমবার দুপুরে ১৭/২৩ নম্বর বাস গোপিনগরে বন্ধ করে দেন।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবোদে সিপিএমের মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আরজি কর কাণ্ড নিয়ে অব্যাহত রয়েছে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, আন্দোলন। প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার, দ্রুত তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজন। মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় একই দাবিতে অণ্ডাল থানার উখড়া গ্রামে মশাল মিছিল করল সিপিএম দল।

স্থানীয় আরতপাড়া দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিলের সূচনা হয়। স্কুল মোড়, বাজার পেরিয়ে শেষ হয় শংকরপুর মোড়ে। মিছিল থেকে দাবি ওঠে দোষীদের গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির। সিপিএম দলের দামোদর অজয় নর্থ এরিয়া কমিটির পক্ষে অঞ্জন বক্সি জানান, রাজ্যের তৃণমূল সরকার বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই যতদিন না নির্যাতিতা বিচার পাচ্ছে, ততদিন আন্দোলন জারি থাকবে।

অচৈতন্য অবস্থায় আদিবাসী বধূ উদ্ধার, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতচিহ্ন, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্থানীয় পুকুরপাড় থেকে অচৈতন্য অবস্থায় এক বধূকে উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার রাইপুরে। বধূর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতচিহ্ন থাকায় প্রথমে বধূকে রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ও পরে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। আহত বধূর স্বামীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় কারগিল গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক যুবককে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, ওই বধূকে মারধর করে ফেলে রাখা হয়েছিল ওই পুকুরের পাড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার রাইপুর থানা এলাকার আদিবাসী এক গৃহবধূ হঠাৎই নিজের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। পরে খোঁজ চালিয়েও তাঁর সন্ধান মেলেনি। সোমবার দুপুরে স্থানীয়রা গ্রাম লাগোয়া একটি পুকুরের পাড়ে ওই বধূকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেওয়া হয়। রাইপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বধূকে উদ্ধার করে প্রথমে রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই বধূর শরীর ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সোমবার বিকেলে নির্যাতিতার স্বামীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রাইপুর থানার পুলিশ পার্শ্ববর্তী কারগিল গ্রামের বাসিন্দা বাবলু দুলেকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার তাকে খাতড়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃত বাবলু দুলের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী চাপানউতোর। তৃণমূলের দাবি, ধৃত বিজেপির সক্রিয় কর্মী। অস্বীকার করে বিজেপির পালটা দাবি, ওই যুবক শাসক ঘনিষ্ঠ। বামেরা এই ঘটনায় দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে। পুলিশের দাবি, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই বধূকে মারধর করার কারণ জানার চেষ্টা চলছে।

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/N.I.Q 03/2024-2025
Memo No. 1622/PWD/BM/2024-25, Date:-03.09.2024
Name of Work : 1 (One) no. total works (Sl. 1) Artistic & Art work of Kaviguru Rabindranath Tagore in ward no. 4 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 11.09.2024, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites Quotation vide N.I.Q. NO: 01/Cloud Based Billing **Software/ C.M/2024-2025, DATED: 03-09-2024** for development of Cloud based Billing Software of Chakdaha Municipal office. For further information please visit Chakdaha municipal office or Municipal office notice board.

N.I.Q. NO.: UKM/011/WW/2024–2025, Dated: 04.09.2024, 1. Lifting & lowering 2 number 20 H.P. Pump Motor set at different pump houses. 2. Rewinding & Repairing 2 number 20 H.P. Pump motor Set. 3. Supplying 4 number 150 mm dia M.S. Column pipe. 4. Supplying & Installation 5 number air released valves covered. 5. Supplying Pipe Line Fittings. Quotation Submission closing Date: **12.09.2024. at 1.00 p.m.** For More Details Visit **www.uttarparamunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara Municipality

NIT No-02 of 2024-25 of Assistant Engineer P.W. Dte. Berhampore Sub-Divison-III
1st Corrigundum
Application date of NIT to be read on **05/09/2024 upto 2.00 pm** instead of **05/08/2024 upto 2.00 pm.** All otehr trems & condition same as publish in the NIT
Sd/- Assistant Engineer
PW Dte. Berhampore
Sub-Division-III

e-Tender Notice
Pradhan, Pantihal GP under Jagatballavpur Block, Howrah invites **e-Tender vide NIT No. Pant/170A/2024, Pant/171/2024, Pant/172/2024, Pant/173/2024, Pant/174/2024, Pant/175/2024, Pant/176/2024, Pant/177/2024, Pant/178/2024, Pant/179/2024, Dated 02/09/2024.** Last Date of Submission of Bid **11/09/2024 upto 11 AM.** For more information visit **https://www.wbtenders.gov.in**

SHORT NOTICE INVITING E-QUOTATION
1. N.I.Q. No.– WBMAD/ULB/RSM/256/24-25 Dated 02.09.2024
E-Quotation is being Invited for Supply of various stationary (printed and non-printed) items for Rajpur-Sonarpur Municipality for the financial year 2024-2025.**a)** Date of uploadation: **05.09.2024 at 11-00 hrs. b)** Documents download starting date & time: **05.09.2024 at 11-00 hrs. c)** Last Date & Time Limit for Submission of E-Quotation: **21.09.2024 at 11-00 hrs. d)** Date & Time for Opening of Technical Bid : **23.09.2024 at 11-05 hrs. e)** Date & Time for Opening of Financial Bid: **To be notified**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**.
Sd/- Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

Ichapur-I Gram Panchayat
Gaighata Block, N.24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender hereby invited by the undersigned against, N.I.TNo–Icha-I/214/ 2024-25-Dated-03/09/2024-03 Nos scheme under 15th F.C fund Bid Submission End Date: 11/09/2024 upto3 PM. Technical Bid Opening Date -17/09/2024. Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day .
Sd/- **Prodhan**
Ichapur-I Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী-১
ডেপু.চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), ১১, কনভেন্ট লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১৫ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত ''দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিশনের হাওড়া-খড়্গপুর শাখায় ২x২৫ কেভি সিস্টেমে ১৩২ কেভি ট্র্যাকশন সাবস্টেশন, সেকশনিং পোস্ট (এসপি-গুলি) এবং সাব সেকশনিং পোস্ট (এসএসপি-গুলি) নকশা, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ'' কাজের জন্য **ই-টেন্ডার নোটিশ নং এসইআর-পিএসআই-এইচডব্লুএইচ- কেজিপি-২x২৫কেভি-**এর সংশোধনী নং-১ নিচে দেওয়া হলঃ ড্রাফ্ট সিএ-তে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনঃ (১) আর্টিকেল ১০-এর প্যারা ১০.৩.১-বিদ্যমান এন্ট্রির পরিবর্তে ''**নির্ধারিত তারিখ থেকে ৭২০ (সাতশত কুড়ি)তম দিনে নির্ধারিত সমাপ্তির তারিখ ('নির্ধারিত সমাপ্তির তারিখ')** পড়তে হবে। (২) এসসিএইচ-১-এর প্যারা ৫.১-বিদ্যমান এন্ট্রির পরিবর্তে ''**নির্ধারিত সমাপ্তির তারিখটি নির্ধারিত তারিখ থেকে ৭২০ (সাতশত কুড়ি)তম দিনে** পড়তে হবে।'' টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। সংশোধনী-০১ সহ ই-টেন্ডারের বিশদ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাচ্ছে। **(PR-557/C)**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Connecting Cement Concrete Road from Biju Para to Jabbar Pally and 01 No. Culvert within Ward No.- 01, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-76/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_743622_1 • Estimated Amount : 20,58,820/-
2) Name of the Work: Annual Maintenance Contract for Three Years for the Ten Passenger Lift (Make: OTIS) at DMC Office Building.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/29 (24-25)
Tender ID : 2024_MAD_743856_1
Last Date : 18th September 2024, up to 5:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-12/2024-25 (Sl. No. 3 & 4)
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 10.09.2024 in place of 02.09.2024 for **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_734376_1. **(2)** ID No. 2024_ADDA_734394_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

NIT No. 04/K of A.E., Kandi P.W.D. of 2024-25
Notice is Invited by A.E.P.W.D. / Kandi Sub- Division for different works. The last date & time of Application **09.09.2024 up to 2.00 P.M** and last date & time of dropping tender **11.09.2024 up to 2.00 P.M.** All other details may be seen in the Noticed Board and in this office on all working days within office hours.
Sd/
Assistant Engineer (P.W.D),
Kandi Sub- Division.

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 4 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-09/GG-I/SL.- 01 to 04/2024-25 & Memo No.: GG-I/327/1-16, Tender ID : 2024_ZPHD_743708_1 to 4, Date: 03.09.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **03.09.2024 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **10.09.2024 up to 05:30 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals: **13.09.2024 at 11.00 AM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide **Tender Reference No.: 475/DB-I/2024-25 & Tender ID : 2024_ZPHD_743881_1, Date : 03.09.2024.** Bid Submission Start Date (Online) : **03.09.2024 at 06:55 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **10.09.2024 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **12.09.2024 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS
GARULIA MUNICIPALITY
P.O. Garulia, Dist – North 24 Parganas, Pin - 743133
e-Tenders are invited by the Chairman, Garulia Municipality, P.O. Garulia, North 24 Parganas for the following work under 15 th Finance Commission (Untied Fund and Tied Fund respectively). e-NIT No.: **WBMAD/ULB/GM/NIT-16/2024-25**, Date: 30-08-2024. **1. Name of Work:** Construction of Proposed Ritual Building at Ratneswar Ghat in Ward No. 04 under Garulia Municipality (Untied Fund) **Rs.14,98,483-00**. e-Tender ID: **2024_MAD_741521_1. 2) Name of Work:** Construction of Tin Shed for Car Shed of Conservency Department under S.W.M Scheme at Ratneswar Burning Ghat in Ward No. 04 under Garulia Municipality **Rs.19,46,830-00**. e-Tender ID: **2024_MAD_741521_2**. Start date of Bid Submission: **30-08-2024, 6-30 p.m.** Bid Submission End Date: **18-09-2024, 5-30 p.m.** Details information will be available in **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Sri Ramen Das**
Chairman
Garulia Municipality

TENDER NOTICE
Tender is invited through offline Bid System with The vide NIET No: **04/HPGP/2024-25 And 05/HPGP/2024-25 With Vide Memo No 316/15TH SFC(Un-Tied)/HPGP/2024-25 & 317/15TH CFC(Tied)/ HPGP/2024-25 Dated: - 04/09/2024**, ***The Last date for submission of Bils **11/09/2024 upto 02.00 P.M.**
For details please visit The website: **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No. KDHM/19/PWD/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_743795_1 to 2024_MAD_743795_8. **Categories of Work:** Civil Works. Last date of Submission of Tender: **18.09.2024**. Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Khardah Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-038e/2024-2025.Tender ID :-2024_MAD_743078_1. Type of Work :-** Water Body Rejuvenation under AMRUT 2.0.Bid Submission Start Date:- **04-09-2024**. Bid Submission End Date:- **17-09-2024 at 5:00 PM. N.B. :** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No. KDHM/20/PWD/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_743849_1 to-2024_MAD_743849_2. **Categories of Work:** Civil Works. Last date of Submission of Tender **18.09.2024.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Khardah Municipality

হতাশা দিয়েই শুরু ভারতীয় ফুটবলে মানোলো জমানা, মরিশাসের বিরুদ্ধ ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তঃমহাদেশীয় কাপের শুরুটা প্রত্যাশা মতো করতে পারল না ভারতীয় ফুটবল দল। নতুন কোচ মানোলো মার্কেজ জমানার শুরু হল হোঁচট খেয়ে। ফিফা ক্রমতালিকায় ১৭৯ নম্বরে থাকা মরিশাসকেও ঘরের মাঠে হারাতে পারল না ১২৪ নম্বরে থাকা ভারত। গোল করতে পারল না কোনও দলই। খেলা দেখতে আশা হায়দরাবাদের ফুটবলপ্রেমীরা স্টেডিয়াম ছাড়লেন হতাশা সঙ্গী করে।

গোটা ম্যাচে পরিকল্পনাহীন ফুটবল খেলল ভারতীয় দল। রক্ষণ, মাঝমাঠ বা আক্রমণ; কোনও বিভাগেই আধিপত্য দেখাতে পারলেন না মনবীর সিংহ, রাহুল বেকে, অনিরুদ্ধ থাপারা। ম্যাচের আগের দিন কোচ মানোলোর কথায় প্রস্তুতির অভাবের কথা শোনা গিয়েছিল। ভারতীয় দলের খেলায় বোঝাপড়ার অভাবও ছিল স্পষ্ট। মরিশাস দল হিসাবে তেমন শক্তিশালী নয়। আক্রমণের ধার ছিল না তাদেরও। তবু ভারতীয় রক্ষণে একাধিক ফাঁক তৈরি হল। বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'দলই আক্রমণ তৈরির চেষ্টা করেছে। কিন্তু গোল হওয়ার মতো কার্যকর আক্রমণ গড়ে ওঠেনি। ভারতীয় দলের মাঝমাঠকে অকেজো করতে 'কিক অ্যান্ড রান' ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছেন মরিশাসের ফুটবলারেরা। তাঁদের কৌশল ভাঙার মতো বিকল্প কৌশল দেখা যায়নি ভারতীয় দলের কোচের।

একাধিক ফুটবলার পরিবর্তন করেও দলের খেলার রং বদলাতে পারেননি মানোলো। আক্রমণে সুনীল ছেত্রীর অভাবও বোঝা গেল। ভারতীয় স্ট্রাইকারেরা প্রতিপক্ষের রক্ষণকে চাপও রাখতে পারেননি। বক্সের মধ্যে স্ট্রাইকারসুলভ ছটফটানি দেখা গেল না কারও মধ্যে।

বলের দখল অধিকাংশ সময় ছিল ভারতীয় ফুটবলারদের পায়ে। বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু আক্রমণ তৈরির চেষ্টা হলেও বক্সে খেই হারিয়েছেন মনবীরেরা। গোটা ম্যাচে ন'টি শট মেরেছেন ভারতীয় ফুটবলারেরা। তার মধ্যে মাত্র একটি ছিল গোলের মধ্যে। সেটিও আটকাতে মরিশাসের গোলরক্ষককে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। সব মিলিয়ে আন্তঃমহাদেশীয় কাপের প্রথম ম্যাচে ফুটবলপ্রেমীদের এক রাশ হতাশা উপহার দিল মানোলোর দল।

ভারতীয় ফুটবলে দ্রুততম গোলের রেকর্ড ডায়মন্ড হারবার এফসির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ফুটবলে নজির গড়ল ডায়মন্ড হারবার এফসি। আই লিগ থ্রির ম্যাচে নজির গড়লেন ডায়মন্ড হারবারের নর শ্রেষ্ঠা। গত বছর থেকে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার গাজিয়াবাদ এফসিকে ৩-০ গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবার।

মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার এফসির ম্যাচ ছিল গাজিয়াবাদ সিটি এফসির। এই খেলা শুরুর ১০ সেকেন্ডের মাথায় গোল করে ডায়মন্ড হারবারকে এগিয়ে দেন নর। এর আগে ভারতীয় ফুটবলের কোনও ম্যাচে এত দ্রুত গোলের নজির নেই।

নরর গোল ভেঙে দিল ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক আইএম বিজয়নের রেকর্ড। তিনি ১৯৯৯ সালে সাফ কাপে ভুটানের বিরুদ্ধে ১২ সেকেন্ডে গোল করেছিলেন। নর ১০ সেকেন্ডের মাথায় গোল করে তাঁকে পিছনে ফেলে দিলেন। তাঁর এই সাফল্যের কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবার এফসির কর্ণধার তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নৈহাটি স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যাওয়ার পর সহজ জয় পেল কলকাতার ক্লাবটি। নরর গোলের পর ১০ মিনিটে দলের পক্ষে ব্যবধান বৃদ্ধি করেন জবি জাস্টিন। ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি করেন গাজিয়াবাদের ফুটবলারেরা। কিন্তু লাভ হয়নি। ৫৭ মিনিটে ডায়মন্ড হারবারের পক্ষে তৃতীয় গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন গিরিক মহেশ খোসলা। শেষ পর্যন্ত তারা ৩-০ ব্যবধানে জয় পেয়েছে।

কান্নাভেজা চোখে লুইস সুয়ারেজের অবসরের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন লুইস সুয়ারেজ। ৩৭ বছর বয়সী উরুগুইয়ান তারকা সোমবার জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সময় আগামী শনিবার ভোরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলবেন।

লিভারপুল ও বার্সেলোনার সাবেক এই স্ট্রাইকারই আন্তর্জাতিক ফুটবলে উরুগুয়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ১৪২ ম্যাচ খেলে ৬৯ গোল করেছেন একুশ শতকের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার।

উরুগুয়ে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচটি খেলবে নিজেদের মাঠে। সেই ম্যাচের আগে মন্টেভিডিওর সেন্টেনারিও স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনেই অশ্রুসজল চোখে অবসরের ঘোষণা দেন সুয়ারেজ, 'বলতে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। তবু জানাচ্ছি, আগামী শুক্রবারই (বাংলাদেশ সময় শনিবার) জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলব আমি।'

২০০৭ সালে উরুগুয়ের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলা সুয়ারেজ বললেন সঠিক সময়েই আন্তর্জাতিক ফুটবল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'আমি জানি, পরের বিশ্বকাপে খেলা আমার জন্য কঠিন হতো। চোটের কারণে নয়, নিজের ইচ্ছায় অবসর নিচ্ছি। এটা অনেক বড় ব্যাপার।'

উরুগুয়ের হয়ে চারটি বিশ্বকাপ খেলেছেন লুইস সুয়ারেজ, খেলেছেন পাঁচটি কোপা আমেরিকাও। ২০১১ সালে উরুগুয়েকে কোপা আমেরিকায় চ্যাম্পিয়ন করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন সুয়ারেজই। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন, করেছিলেন ৪ গোল। গোল চারটির শেষটি সুয়ারেজ করেছিলেন ফাইনালে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে। ম্যাচটি ৩-০ গোলে জেতে উরুগুয়ে।

সেই কোপা আমেরিকার জয়টাকেই ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অর্জন ভাবেন সুয়ারেজ, 'কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি কোপা আমেরিকার শিরোপাকে হাতছাড়া করতে রাজি নই। আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সেরা মুহূর্ত এটি। আবারও বলছি, কোনো কিছুর সঙ্গে আমি এটাকে অদলবদল করতে রাজি নই।'

শুধু গোলের পর গোল করার জন্যই নয়, আন্তর্জাতিক ফুটবল সুয়ারেজকে মনে রাখবে বিতর্কিত কিছু ঘটনার জন্য। ২০১৪ বিশ্বকাপে ইতালির জর্জো কিয়েল্লিনিকে কামড়ে দিয়ে চার মাস নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। চার বছর আগের বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে ঘানার বিপক্ষে গোললাইন থেকে হাত দিয়ে বল ঠেকিয়ে নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছিলেন। তাতে লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে বের হয়ে যেতে হলেও দলের হার ঠেকিয়েছিলেন। সুয়ারেজের হ্যান্ডবলে পাওয়া পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হওয়া ঘানা পরে টাইব্রেকারে হেরে যায় উরুগুয়ের কাছে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ছাড়লেও ক্লাব ফুটবল চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন লিওনেল মেসির সঙ্গে এমএলএস ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে খেলা সুয়ারেজ।

টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনালের দিন ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মা, গৌতম গম্ভীরেরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন প্রতি বার ইংল্যান্ডের মাঠেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হবে? অন্য দেশে এই ম্যাচ করার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁরা। সেই দাবি মানল না আইসিসি। টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনালের দিন ঘোষণা করে দিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

গত দু'বার টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল ওভালে। ২০২৫ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হবে লর্ডসে। মাঠ বদল করলেও অবশ্য দেশ বদল করেনি আইসিসি। সেই ইংল্যান্ডেই হবে খেলা।

আইসিসি জানিয়েছে, ১১ জুন থেকে খেলা শুরু হবে। পাঁচ দিনের খেলা শুরু ১৫ জুন। ১৬ জুন রিজার্ভ দিন রাখা হয়েছে। আইসিসির সিইও জিওফ অ্যালার্ডিস জানিয়েছেন, তিনি আশা করছেন, এ বারও স্টেডিয়াম ভরে যাবে। জিওফ বলেন, তবিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে। যে দুই দেশ ফাইনালে খেলে, তাদের বাইরে অন্য দেশের সমর্থকেরাও এই খেলা দেখতে যান। এ বারেও সেই ছবি দেখা যাবে।দ

দু'বছর ধরে টেস্ট খেলিয়ে দেশগুলি একে অপরের সঙ্গে সিরিজ খেলে। তার পরে পয়েন্টের শতাংশ অনুযায়ী শীর্ষে থাকা দুই দল ফাইনালে মুখোমুখি। প্রথম বার ২০২১ সালে ফাইনাল খেলেছিল ভারত ও নিউ জল্যান্ড। জিতেছিলেন নিউ জল্যান্ড। ২০২৩ সালে ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। সে বার জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। এ বারও এখনও পর্যন্ত তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত। দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া। টানা তৃতীয় বার ফাইনাল খেলার সুযোগ রয়েছে রোহিতদের সামনে।

ঘরের মাঠে হারের পরে সমালোচনা পাকিস্তানের মিঁয়াদাদ, ইনজামামদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দলের পারফরম্যান্স মেনে নিতে পারছেন না পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ০-২ সিরিজ হেরেছে পাকিস্তান। এই হারের পরে দলের সমালোচনা করেছেন জাভেদ মিঁয়াদাদ, ইনজামাম উল হকেরা। তাঁদের মতে, পাকিস্তান ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ।

বাংলাদেশের কাছে হারের পরে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে মিঁয়াদাদ বলেন, আমাদের ক্রিকেট যে এই স্তরে নেমেছে তা দেখে খুব খারাপ লাগছে। বাংলাদেশকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। কিন্তু যে ভাবে আমাদের ব্যাটিং ভেঙে পড়েছে তা খুব খারাপ ইঙ্গিত। পাকিস্তান ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ।

এই হারের দায় শুধু ক্রিকেটারদের উপর চাপাচ্ছেন না মিঁয়াদাদ। তাঁর মতে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও সমান ভাবে দায়ী। তিনি বলেন, তআমি শুধু ক্রিকেটারদের দায়ী করব না। গত দেড় বছরে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড যে ভাবে চলেছে তাতে এর থেকে ভাল কিছু হতে পারে না। বার বার অধিনায়ক ও দল বদল করলে ভাল ফল হয় না। এ বার সময় হয়েছে সেটা বোঝার।দ

একই সুরে কথা বলেছেন পাকিস্তানের আর এক প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম। তিনি বলেন, ঘরের মাঠে আমরা বরাবর শক্তিশালী ছিলাম। কিন্তু তার জন্য তো ব্যাটারদের রান করতে হবে। নিজেদের দেশের পিচেই আমরা দাঁড়াতে পারছি না।

আর এক প্রাক্তন অধিনায়ক ইউনিস খানের মতে, ব্যাটারদের মানসিক সমস্যা হচ্ছে। তারই খেসারত দিতে হচ্ছে দলকে। তিনি বলেন, তখেলা দেখে আমার মনে হল ব্যাটারদের কোনও পরিকল্পনাই নেই।

কী ভাবে রান করতে হবে, কী ভাবে ব্যাট করতে হবে সেটাই ওরা ভাবছে না। এই পরিস্থিতিতে ওদের আত্মবিশ্বাস জোগাতে হবে। নইলে ওরা আরও ভয় পাবে।

পাকিস্তানকে হারিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটে নবজাগরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ধিড্রেসিংরুমের বারান্দায় ততক্ষণে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। পরের দুই ব্যাটসম্যান হিসেবে অপেক্ষারত লিটন দাস ও মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দলের অন্যরাও। সবার মধ্যে উদ্ যাপনের অপেক্ষা।

রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বড় পর্দায় লেখা উঠছে;জয়ের জন্য বাংলাদেশের দরকার ১২ রান। রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের ডিজে ঠিক সে সময়ে সাউন্ডবক্সে বললেন; 'জিতেগা ভাই জিতেগা!'। ডিজের কথার সঙ্গে মিল রেখে দর্শকেরা বলছিলেন, 'বাংলাদেশ জিতেগা!'

ক্রিজে থাকা সাকিব আল হাসান ও মুশফিকুর রহিম দুটি সিঙ্গেল ও এক বাউন্ডারিতে সংখ্যাটাকে কমিয়ে আনেন ৬-এ, এরপর ৪-এ। সেই কাঙ্ক্ষিত ৪ রান আসে সাকিবের ব্যাট থেকে। ৫৬তম ওভারে আবরার আহমেদের বল কাভারে ঠেলে দিয়ে বাউন্ডারি তুলে নিলেই ইতিহাসের জন্ম দেয় বাংলাদেশ। প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ১০ উইকেটে হারানোর পর দ্বিতীয় টেস্টে ৬ উইকেটের অবিশ্বাস্য জয়ে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করল নাজমুলের দল।

ইতিহাস গড়ার মঞ্চটা গতকালই গড়ে বাংলাদেশ। প্রথমে হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানার আগুনে বোলিং, পরে জাকির হাসানের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট থেকে প্রায় ছিটকে পড়ে পাকিস্তান। চতুর্থ ইনিংসে পাকিস্তানের ১৮৫ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে কাল বিকেলে ৭ ওভারে ৪২ রান তুলে ফেলে বাংলাদেশ। পঞ্চম দিন জয়ের জন্য বাংলাদেশের দরকার ছিল ১৪৩ রান। আজ ৪ উইকেট হারিয়েই বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যে পৌঁছেছে।

এ নিয়ে পঞ্চমবার বাংলাদেশ টেস্টে সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল। এর আগে দুবার করে সিরিজ হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। তবে এবারের জয়টা পাকিস্তানের মাটিতে বলেই এর মাহাত্ম্য আলাদা। ২০২২ সালে ইংল্যান্ড সিরিজ ছাড়া এই প্রথম ঘরের মাঠে কোনো দলের বিপক্ষে ধবলধোলাই হলো পাকিস্তান। বাংলাদেশের জন্য যা নিশ্চিতভাবেই দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা সাফল্য।

আগের দিন বিকেলে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ইনিংস শুরু করা জাকিরের ইনিংসটি আজ সকালে দীর্ঘ হয়নি। দিনের পঞ্চম ওভার মির হামজা খুঁজে নেন 'পারফেক্ট লেংথ'। অফ স্টাম্প থেকে ছোট্ট সিম মুভমেন্টে বেরিয়ে যাওয়া বলে সামনের পায়ে খেলতে গিয়ে বোল্ড হন জাকির। ৩৯ বলে ৩টি চার ও ২টি ছক্কায় ৪০ রানে থামে জাকিরের ইনিংস। বাংলাদেশের রান তখন ৫৮।

আরেক ওপেনার সাদমানও ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। ১৭তম ওভারে খুররাম শেহজাদের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে আলগা ড্রাইভ করে ক্যাচ আউট হন তিনি। ২৪ রানে থামে সাদমানের ইনিংস। জোড়া উইকেট পতনের পর নাজমুল ও মুমিনুলের জুটি গড়েন। শুরুতে কিছু আলগা শট খেললেও ক্রিজে সময় কাটানোর পর দুজনকেই আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল।

দুজনের সৌজন্যে মধ্যাহ্নবিরতির আগেই বাংলাদেশের রান এক শ ছাড়ায়। দুজনের জুটিও ৫০ ছাড়িয়ে যায়।

কিন্তু মধ্যাহ্নবিরতির পর ভুল শট খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন দুজনই। সালমান আলী আগার বলে শর্ট লেগে ক্যাচ তোলেন নাজমুল, পরে আবরারকে মারতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন মুমিনুল। ৮২ বলে ৩৮ রানে থামে নাজমুলের ইনিংস। মুমিনুলের ব্যাট থেকে আসে ৭১ বলে ৩৪।

থিতু হয়ে আউট হলেও দুজনের ৩০ ছাড়ানো ইনিংসের সৌজন্যে জয়ের আরও কাছে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। সাকিব ও মুশফিক, টেস্ট দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ দুই ক্রিকেটার ৩২ রানের অপরাজিত জুটি গড়েন। সাকিব শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ২১ রানে, মুশফিক ২২ রানে।

এর আগে সিরিজের প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন বৃষ্টিতে ভেসে গেলেও দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামা পাকিস্তানকে মেহেদী হাসান মিরাজের ৫ উইকেটের সৌজন্যে ২৭৪ রানে অলআউট করে বাংলাদেশ। জবাবে বাংলাদেশ দল পড়ে ব্যাটিং বিপর্যয়ে।

নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৬ রান তুলতেই ৬ উইকেট হারিয়ে বসে বাংলাদেশ। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলাদেশকে টেনে তোলেন লিটন দাস ও মেহেদী হাসান মিরাজ। দুজনের ১৬১ রানের রেকর্ড জুটি বাংলাদেশকে বিপদ মুক্ত করে। মিরাজ ৭৮ রান করে আউট হন। কিন্তু লিটন ১৩৮ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে বাংলাদেশকে নিয়ে যান ২৬২ রানে। ম্যাচসেরার পুরস্কারও উঠেছে লিটনেরই হাতে।

পাকিস্তানের হয়ে খুররাম শেহজাদ নিয়েছেন ৬ উইকেট। ১২ রানের লিড পাওয়া পাকিস্তান তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭২ রানে অলআউট হলে বাংলাদেশের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১৮৫ রান। বাংলাদেশের হয়ে পেসার হাসান মাহমুদ নিয়েছেন ৫ উইকেট, নাহিদ রানা ৪ উইকেট।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**